ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-104 ■ 13 January, 2026 ■ আগরতলা ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৮ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জাতীয় যুব দিবসে

যুব সমাজকে দেশ ও সমাজ সেবায় নিয়োজিত করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। আমাদের সবাইকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। সুশৃঙ্খল জীবনযাপন, মানুষের সেবা, প্রকৃত শিক্ষা, দেশ প্রেম নিয়ে চলার মধ্যেই যুব দিবসের মাহাত্ম্য। একটি শক্তিশালী জাতিই পারে একটি শক্তিশালী সমাজ গড়ে তুলতে। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যুব সমাজের আত্মবিশ্বাস এবং অবদান দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। আজকের যুব সমাজ দেশের এবং রাজ্যের ভবিষ্যতের অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি। আজ আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক জাতীয় যুব উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় যুব দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুব সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রচেতনা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং স্বামীজীর আদর্শকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন জাগরণের অগ্রদূত, চিন্তানায়ক ও যুগনায়ক। বর্তমান সময়েও স্বামীজীর চিন্তা, ভাবনা ও দেশের প্রতি ভালোবাসা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। স্বামীজীর ভাবধারা আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যৌবনকাল হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময়েই নিজের অন্তর্নিহিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মীয় উস্কানির অভিযোগে ফের উত্তপ্ত ফটিকরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। ফের উত্তেজনার আবহ ফটিকরায়। ধর্মীয় বিদ্বেষকে কেন্দ্র করে শিমুলতলী এলাকায় অশান্তির আশঙ্কা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, প্রশাসনিক শিথিলতাকে কাজে লাগিয়ে একদল দুষ্কৃতকারী সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা চালায় রবিবার গভীর রাতে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিমুলতলীর সাম্প্রতিক ঘটনার রেশ ধরে রবিবার রাতের অন্ধকারে তরণী নগর মসজিদের ভিতরে একটি মূর্তি রেখে উত্তেজনা ছড়ানোর অপচেষ্টা করা হয়। সোমবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই খবর দেওয়া হয় প্রশাসনকে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ওই মূর্তিটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও পুলিশের দ্রুত ও কার্যকর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বড়সড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তবে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন। পুলিশ সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দেওয়ার এবং কোনও ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলেও জানানো হয়েছে।

কমলপুরের সাকাইবাড়িতে ভয়াবহ যাত্রীবাস দুর্ঘটনায় আহত ১৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। কমলপুরের সাইকাবাড়িতে সাতসকালে এক ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কৈলাসহর থেকে আগরতলাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। ওই দুর্ঘটনার অন্তত ১৮ জন যাত্রী আহত হয়েছে। এদিকে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, কমলপুরের সাইকাবাড়িতে সাতসকালে এক ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা ঘটে। ওই সময় বাসটিতে মোট ৩২ জন যাত্রী ছিলেন। ঘটনায় অন্তত ১৮ জন যাত্রী আহত হন। দুর্ঘটনায় গাড়িতে আটকে পড়ে চালক। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন। দমকল কর্মীরা চালককে অনেক চেষ্টায় উদ্ধার করে। ওই ঘটনায় সহ চালকও গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। চালক ও সহ চালককে উন্নত চিকিৎসার জন্য জি বি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের মধ্যে ১১ জনকে স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, ৫ জনকে ধলাই জেলা হাসপাতালে এবং ২ জনকে ফটিকরার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী দুর্ঘটনার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হন এবং আহত সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। তিনি জানান, পরিস্থিতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুত্রের হাতে আক্রান্ত বৃদ্ধ পিতা ও বোন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১২ জানুয়ারি।। পারিবারিক কলহের জেরে নিজ পুত্রের হাতে আক্রান্ত হলেন বৃদ্ধ পিতা ও বোন। ঘটনাটি ঘটেছে সাব্রুম মহকুমার বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায়। অভিযুক্ত যুবকের নাম লক্ষ্মণ শুক্ল দাস।

জানা গেছে, পারিবারিক বিবাদের জেরে লক্ষ্মণ আচমকাই তার ৭৫ বছর বয়সী পিতা হরলাল শুক্ল দাস এবং বোন রুবি শুক্ল দাসের ওপর চড়াও হয়। উত্তেজিত লক্ষ্মণ তার পিতার মাথায় সজোরে আঘাত করলে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

সাব্রুম হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক দৃশা দাস মজুমদার সংবাদ মাধ্যমকে জানান, হরলাল বাবুর মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অগ্নিকাণ্ডে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত দশরথবাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। মেলাঘর থানাধীন দশরথবাড়ি এডিসি ভিলেজে অবস্থিত দশরথবাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে সোমবার দিনদুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডের জেরে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ভিতরের কক্ষ সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনে সেন্টারের ভিতরে থাকা বিভিন্ন আসবাবপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। ঘটনার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে আগুন দেখতে পেয়ে তা নেভানোর চেষ্টা করেন এবং আংশিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। তবে আগুনের তীব্রতার কারণে ভিতরে থাকা আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে খবর পেয়ে মেলাঘর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফটিকরায় হিংসা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে সিপিআই শান্তির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। ফটিকরায় শিমুলতলি গ্রামে সাম্প্রতিক হিংসা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ সিপিআই-র একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছেন। প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক মিলন বৈদ্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাসবিহারী ঘোষ, সদস্য নীলমণি দেব, মহিলা নেত্রী হাসনা বেগম, রাজ্য পরিষদের সদস্য ও কৈলাশহর বিভাগীয় সম্পাদক শাহেদ আলী বাদশা, রাজ্য পরিষদের সদস্য এস এম আলী বাবু, বিভাগীয় পরিষদের সদস্য সোনাই মিয়া ও আব্দুল সালাম সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি দল কুমারঘাট থানায় গিয়ে এসডিপিও উৎপলেন্দু দেবনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমানে এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি থাকায় সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। প্রশাসন আরও জানায়, পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ১৬৩ ধারা প্রত্যাহার হলে সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হবে।

সিপিআই নেতৃত্ব জানান, ঘটনার পর থেকে এলাকার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। বাজারঘাট ও দৈনন্দিন কাজকর্মে বহু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়ন্ত্রন হারিয়ে লরি খাদে, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। শান্তিরবাজার মহকুমায় ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে ফের একটি পথ দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার ভোররাতে বীরচন্দ্র মনু লাচি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় একটি ছয় চাকার পণ্যবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারী গুরুতর আহত হন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিলোনিয়ার একটি শপিং কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টমটম দুর্ঘটনায় শিশু সহ আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। কল্যাণপুর থানার ঘিলাতলী এলাকায় সোমবার দুপুরে এক টমটম দুর্ঘটনায় শিশু কন্যাসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের অফিস থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে টমটম চালকের অসাবধানতার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনা ঘটে টমটমটি তেলিয়ামুড়া থেকে ঘিলাতলী সড়ক ধরে অদুনিয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইট বার অমান্য

আটকে যাত্রীবাহী বাস, বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। একাংশ গাড়িচালকের অসচেতনতায় শহরের বাঁধগুলিতে বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে। সোমবার হাইট বার অমান্য করে বাঁধে প্রবেশ করতে গিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস আটকে পড়ে। ঘটনাটি ঘটে ইন্দ্রনগর ব্রিজ সংলগ্ন বাঁধের উপর। হাইট বার ক্রস করার সময় বাসটি আটকে যাওয়ায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পরে দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর বাসটিকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইয়াবার বিশাল চালান জব্দ মালিক পলাতক ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রীর মাদকবিরোধী অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও কদমতলা থানার পুলিশ। রবিবার রাতে এসবি গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন খবরের ভিত্তিতে বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ অভিযানে কদমতলা থানাধীন ভারত—বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ইছাইপাড় এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ অর্থ ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও অভিযানের খবর পেয়ে বাড়ির মালিক কৌশলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

জানা গেছে, ইয়াকুবনগরস্থিত বিএসএফের ৯৭ নম্বর ব্যাটালিয়ন ও কদমতলা থানার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কলকাতায় গেল ১৫ হাজার সুগন্ধি লেবু

সার্বিক উন্নয়নে একতাবদ্ধভাবে কাজের আহ্বান কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। আগরতলা রেলস্টেশন থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে ১৫,০০০ সুগন্ধি লেবুর একটি কনসাইনমেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ।

এই উদ্যোগ রাজ্যের জৈব কৃষি ও কৃষক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, এর আগেও ত্রিপুরা থেকে সুগন্ধি লেবু রাজ্যের বাইরে পাঠানো হয়েছে। তবে আজ ত্রিপুরা স্টেট অর্গানিক ফার্মিং ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এবং বড়মুড়া অর্গানিক প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে একসঙ্গে ১৫,০০০ সুগন্ধি লেবু কলকাতায় রপ্তানি করা হলো।

মন্ত্রী জানান, খোয়াই জেলার দক্ষিণ হাদ্রাই ও হাওয়াইবাড়ি এলাকার প্রায় ৮০ জন কৃষক প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে এই সুগন্ধি লেবুর চাষ করেছেন। তিনি বলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার নেতৃত্বে আয়োজিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে

খোয়াইয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল ঘিরে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।।: বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে খোয়াইয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন ও ধারাবাহিক আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আজ খোয়াইয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-এর উদ্যোগে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে জেলা কমিটির পাশাপাশি বজরং দল-সহ বিপুল সংখ্যক হিন্দু সনাতনী সমাজের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এদিকে মিছিলটিকে আটকে দেয় বিএসএফ, পুলিশ ও সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এর জওয়ান। এতে এক সময় নিরাপত্তা জওয়ানদের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয় আন্দোলনকারীদের। যদিও পরে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

আয়োজকদের দাবি, গত এক বছর ধরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণ, নির্যাতন, হিন্দু মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার, এমনকি জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মতো ঘটনাও ঘটে চলেছে। বিশেষ করে গত কয়েক মাসে মৌলবাদী শক্তির তৎপরতা আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ ওঠে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ বেলা প্রায় ১২টা নাগাদ খোয়াই জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সম্পাদক সপ্তদ্বীপ আচার্য্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সত্যজিৎ রায়, বিজয় গোপ, অসিত গোপ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কর্মসূচি প্রসঙ্গে জেলা সম্পাদক সপ্তদ্বীপ আচার্য্য জানান, বাংলাদেশের হিংস্র মৌলবাদীদের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনের মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হচ্ছে অবিলম্বে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র থেকে তীব্রতর করা হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

প্রতিবাদ মিছিলটি খোয়াইয়ের কৃষ্ণ মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু হয়ে ভারত---বাংলাদেশ চেকপোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় সীমান্তে উন্নয়ন কাজ

বাধা বাংলাদেশের বিজিবির সীমান্তে তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।।: *কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে মনু ল্যান্ড কাস্টম সংলগ্ন মনু নদীর পার্শবর্তী শ্মশান ঘাট এলাকার পুরোনো রাস্তায় ইট সলিংয়ের কাজ শুরু হতেই সৃষ্টি হলো উত্তেজনা। সোমবার সকালে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় কাজ চলাকালীন বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি উন্নয়ন কাজে বাধা দেয় বলে অভিযোগ ওঠে।*

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাজ চলাকালীন বিজিবি সদস্যরা হুমকির সুরে বিএসএফকে জানায় যে সীমান্ত আইন অনুযায়ী সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে কোনো ধরনের সলিং বা নির্মাণ কাজ করা যাবে না। এই আপত্তির জেরে ঠিকাদারকে বাধ্য হয়ে কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। শ্রমিকদের কাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হলে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় রাস্তার কাজ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি,২০২৬ইং
২৮ পৌষ, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

যেমন কর্ম তেমন ফল

আজকের পৃথিবীতে ঘৃণা, বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা ও রাজনৈতিক হিংসার বিষবাষ্প প্রতিদিনই ছড়াইতেছে। মানুষের অন্তরের বাগানে ফুলের চাষ যতটা হইবার কথা, তাহার পরিবর্তে কাঁটার গাছই বরং অধিক অঙ্কুরিত হইতেছে। ফলে সমাজের পথরেখা ক্রমেই রুক্ষ ও অনাবাদি হইয়া পড়িতেছে। এমন বাস্তবতায় রহমান বাবার কবিতা কেবল একটি ধর্মীয় সুফি-বাণী নহে, বরং আধুনিক সমাজচিন্তার জন্য এক দীপ্ত শাশ্বত শাসনবাক্য। -মানুষকে ভালোবাসিলে তাহা হইলেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ সম্ভব; কিন্তু তাহার এই বাণী কেবল ধর্মীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা মানবতাবাদের এক সর্বজনীন দলিল। তিনি মানবদেহকে এক সমগ্র শরীরের প্রতীক ধরিয়া বলিয়াছেন-অপরকে আঘাত করা মানে নিজের দেহকেই ক্ষতবিক্ষত করা। আধুনিক দর্শনের ভাষায় ইহা হইল সহাবস্থানের নৈতিকতা। মানুষ একে অপরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; সুতরাং অপরকে যন্ত্রণা দান মানেই নিজেকেই কলুষিত করা। এই বাণীর সহিত আর একটি গভীর দার্শনিক উপলব্ধি যুক্ত হইয়াছে। রহমান বাবা বলিয়াছেন, ”তুমি যতই অপরকে অবজ্ঞা করো না কেন, তোমার দেহও একদিন ধূলিতে মিশিয়া যাইবে।”ইহা মানবজীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের নির্মম সত্য। ক্ষমতা, অহংকার, বিদ্বেষ, দম্ভ-সকলই ধূলিকণায় পরিণত হইয়া যায়। মৃত্যুর অন্তরালেই সকল অহংকারের অবসান। সুতরাং সৃষ্টির সেরা জীব হইয়া একে অন্যের প্রতি কেনই-বা ঘৃণা লালন করিব? কেনই-বা অন্যকে হেয় করিব? মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া সকলেই সমান-এই সত্য অনুধাবন করিলে সমাজে অনেক অশান্তির অবসান ঘটিতে পারিত। লালন যেমন বলিয়াছেন, সময় গেলে সাধন মেলে না। তেমনি রহমান বাবা বলিয়াছেন, ”দিনের আলোর মধ্যে পথ সোজা করো, কারণ রাতের অন্ধকার কখন আসিয়া পড়ে, বলা যায় না।” এই বাণী কেবল মৃত্যুর প্রতীক নহে, জীবনেরও অনিশ্চয়তার প্রতীক। আলোকময় সময়ে, যখন আমরা সুযোগপ্রাপ্ত, তখনই আমাদের কর্তব্য হইল আত্মশুদ্ধির পথ অবলম্বন করা। কেননা অন্ধকার আসিলে আর সুযোগ থাকিবে না। সময় চলিয়া গেলে আর সাধন মিলিবে না।প্রকৃত অর্থে, আমরা সকলেই এক বিশাল কাফেলার যাত্রী। জীবন হইল একটি ক্ষণস্থায়ী যাত্রা; ধূলিকণায় মিলাইয়া যাওয়াই আমাদের অনিবার্য নিয়তি। এই যাত্রাপথে আমরা যদি বিষ ছড়াই, সেই বিষেই আমাদের শ্বাসরোধ হইবে। তাই অহংকারের উল্লম্ফন, বিদ্বেষের উন্মত্ততা বা প্রতিহিংসার অগ্নিকুণ্ড আসলে আত্মবিনাশ ব্যতীত আর কিছু নহে। নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফল আমাদেরই ভোগ করিতে হইবে। অতএব, আমাদের বুদ্ধিমান হইতে হইবে, আত্মবিনাশী পথ হইতে সরিয়া আসিতে হইবে।মানুষের জীবন তাহার কর্মফলের অনিবার্য ধারাবাহিকতা। আমরা যাহা রোপণ করি, তাহাই একদিন আমাদের জীবনভূমিতে অঙ্কুরিত হয়। করুণা, মমতা, সহমর্মিতা ও প্রেমের বীজ যদি অন্তরে ছড়াই, তাহা ফুলে-ফলে সমাজকে সুগন্ধিময় করে; কিন্তু যদি বিদ্বেষ, হিংসা, অবজ্ঞা ও প্রতিহিংসার বীজ রোপণ করি, তাহার দংশন আমাদেরই দেহে ফিরে আসে। রহমান বাবার এই মর্মবাণী একেবারেই আত্মঘাতী প্রক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে-অন্যের প্রতি অন্যায় আসলে নিজের অস্তিত্বের প্রতিই এক অমানবিকতা।

পৌষ সংক্রান্তি ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসব

মকর সংক্রান্তি হল একটি হিন্দু উৎসব, যা সূর্যের মকর রাশিতে প্রবেশের দিন পালিত হয়। এই দিনটি শীতের সমাপ্তি ও ফসল কাটার উৎসব হিসেবে পরিচিত। মকর সংক্রান্তির ইতিহাস সম্পর্কে কিছু তথ্য হল: মকর সংক্রান্তি হল একমাত্র হিন্দু উৎসব, যা সৌর ক্যালেন্ডারের উপর ভিত্তি করে পালিত হয়। মকর সংক্রান্তির দিন সূর্য দক্ষিণ থেকে উত্তর গোলার্ধে যাত্রা শুরু করে। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করাকে সংক্রান্তি বলা হয়।এই সংক্রান্তির দিন থেকেই দক্ষিণ গোলার্ধে দিন শেষে রাত নামা শুরু হয় ও উত্তর গোলার্ধে ভোরের আলো ফুটতে থাকে। শাস্ত্রীয় মতে যেহেতু উত্তর গোলার্ধে দেবতাদের বাস সেহেতু দীর্ঘ রাত্রি যাপনের পর দেবতাদের নিদ্রা ভঙ্গের সময়। পৌষ সংক্রান্তির এই দিনেই শাস্ত্রীয় আচরণ বিধি মেনে বৈদিক ক্রিয়া কর্মের মধে দিয়ে দেবতাদের নিদ্রা ভঙ্গের আয়োজন করা হয়। মকর সংক্রান্তি বাংলায় পৌষ সংক্রান্তি নামেও পরিচিত।

এই দিনটির তাৎপর্য সম্পর্কে মহাভারতের মতো প্রাচীন মহাকাব্যেও উল্লেখ রয়েছে। পৌষ সংক্রান্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য: পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি হল একটি নতুন ফসল ঘরে তোলার উৎসব।

এই দিনটি হিন্দু পঞ্জিকায় “উত্তরায়ণ সংক্রান্তি” নামেও পরিচিত। এই দিনটি সূর্যের ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে প্রবেশের দিন। এই দিনটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে। এই দিনটি ঘিরে বাঙালি সংস্কৃতিতে নানা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

এই দিনে নানা রকম পিঠে, পায়েস, মিষ্টান্ন খাওয়ার মধ দিয়ে পৌষ পার্বণ পালন করা হয়। পৌষ সংক্রান্তি একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোক উৎসবের দিন। বাংলা পৌষ মাসের শেষের দিন এই উৎসব পালন করা হয়। পিঠা ও পৌষ সংক্রান্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই দিনে আবহমান গ্রাম বাংলায় নানা ধরনের পিঠা তৈরির আয়োজন চলে। যেমন পিঠাপুলি, পাটিসাপটা, ভাপাপিঠা, দুধপুলি, ফুলকলি, বিনি পিঠা, মালপোয়া, সিমুই , সূর্যমুখী পিঠা, ঝিনুক পিঠা, চিতোই পিঠা, খেজুর পিঠা, বেনি পিঠা, ঝাল কুশ পিঠা, নকশি পিঠা, মালকো পিঠা, করলা পিঠা, চঙ্গা পিঠা, মুঠা পিঠা, রস চিতোই পিঠা প্রভৃতি। পৌষ সংক্রান্তি মূলত

নতুন ফসল উত্তোলনের উৎসব ‘পৌষ পার্বণ’। বিশেষ করে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে এটি একটি বিশেষ দিন। বলা যায়, বাঙালি সংস্কৃতিতে এটি বিশেষ উৎসবের দিন। হাজার বছর ধরে বাঙালির ঘরে ঘরে এই সংস্কৃতি চলে আসছে। সাধারণত বার্ষিক ১৪ জানুয়ারী তারিখে পড়ে (একটি লিপ ইয়ারে ১৫ জানুয়ারী), এই উপলক্ষটি ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে সূর্যের পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। এই রূপান্তর ঘটিয়েছে যা অস্পষ্টভাবে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাওয়ার সাথে মিলে যায়, তাই উৎসবটি সৌর দেবতা সূর্যকে উৎসর্গ করা হয় এবং একটি নতুন সূচনা করার জন্য পালন করা হয়। এই দিনে কোথাও কোথাও বাস্তু দেবতারও পুজো করা হয়।

রেখা ও জলরঙে সুদক্ষ এক অনন্য শিল্পী

রণেন আয়ন দত্ত (২৪ নভেম্বর ১৯২৭ — ৩ মার্চ ২০২৪)

আধুনিক বিজ্ঞাপন শিল্পের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র রণেন আয়ন দত্ত ৯৬ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন সম্প্রতি। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনে, শিল্পনির্দেশনায় এবং মণ্ডপ-সজ্জাতেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়েছিল বিশ্বজুড়ে। গত আশি এবং নব্বইয়ের দশকে বিজ্ঞাপনের ভাষাকে তিনি দিয়েছিলেন এক ভিন্নতর মাত্রা। তাঁর তৈরি বোরোলিন, শালিমার নারকেল তেল বা জবাকুসুম তেলের বিজ্ঞাপন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। একটি সিগারেটের বিজ্ঞাপনে তাঁর লেখা ‘মেড ফর ইচ আদার’ তো খুব সাড়া ফেলেছিল। এসবের বাইরেও গ্রাফিক্স, সিনেমার পোস্টার থেকে ম্যুরাল শিল্পের এমন বহুবিধ ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল বহুমাত্রিক।

রণেন আয়ন দত্তের জন্ম ১৯২৭ সালের ২৪ নভেম্বর, শ্রীহট্ট বা সিলেটে। তাঁর পিতা রজনীমোহন দত্ত ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। কিছুটা দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছিল তাঁর শৈশব। কলকাতায় চলে আসার পর ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ১৯৪২ সালে ভর্তি হন সরকারি আর্ট কলেজে। এই কলেজের সঙ্গে নাম জড়িয়ে আছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, মুকুল দে থেকে পার্সি ব্রাউন বা ই বি হ্যাভেলের মতো শিল্পব্যক্তিত্বের, যাঁরা ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে এনেছিলেন নবজাগরণ। তাঁরা তখন এই কলেজের অভিভাবক।

মূলত তাঁর বাবার উৎসাহেই তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। এখানে তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন জয়নুল আবেদিন, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অতুল বসু, আনোয়ারুল হক, মাখনলাল দত্তের মতো শিক্ষকদের। ফিগার ড্রয়িংয়ের পাশাপাশি জলরঙেও দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে কলেজের পরীক্ষা পাশ করেন। প্রধানত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যামিনী রায় তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পাশ্চাত্য শিল্পরীতিতে শিক্ষা নিয়েও অবনীন্দ্রনাথ প্রাচ্য শিল্পরীতিকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে গিয়েছেন। যামিনী রায়ও অনেকটা সেরকমই পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পচর্চা করলেও বাংলার নিজস্ব লোকশিল্পের ধারাকে তুলে আনলেন। অবনীন্দ্রনাথ এবং যামিনী রায় প্রবর্তিত এই দুই ধারায় অনুপ্রাণিত হয়েও খানিকটা পাশ্চাত্য শিল্পধারাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন রণেন আয়ন।

কলেজ পাশ করার সময়ই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় চিত্রশিল্পী অন্নদা মুন্সীর। রণেন আয়নের রেখা এবং জলরঙের কাজ তাঁর ভালো লেগেছিল। তাঁর হাত ধরেই বিজ্ঞাপনের জগতে প্রবেশ ঘটল রণেন আয়নের। অন্নদা মুন্সীর বিজ্ঞাপন সংস্থা ‘প্রবেশিকা’য় যোগ দিলেন তিনি। পরে বোম্বাইয়ের ‘স্টোন অ্যাকস’ সংস্থায় কাজ করার সময় তিনি যুগান্তকারী সব বিজ্ঞাপনের নিদর্শন তৈরি করেন। কলকাতায় এসে যোগ দেন জে ওয়াল্টর থমসন কোম্পানিতে, পরে যা ‘হিন্দুস্তান থমসন’ নামে পরিচিত হয় এবং সেখানে প্রধান আর্ট ডিরেক্টর হন তিনি। পরের প্রজন্মের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে জড়িত শিল্পীরা তাঁকে বলতেন ‘ডিজাইন গুরু’।

শিল্পের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করতে ভালোবাসতেন রণেন আয়ন। মণ্ডপসজ্জাতেও খ্যাতি ছড়িয়েছিল তাঁর। ১৯৭২ সালে দিল্লিতে ‘এশিয়া-৭২’-এর মেলায় তাঁর তৈরি মণ্ডপসজ্জা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং তিনি নিজে গিয়ে আলাপ করেছিলেন শিল্পীর সঙ্গে। রাশিয়া, ফ্রান্স, লন্ডনের ভারত উৎসবে খ্যাতি পেয়েছে তাঁর তৈরি করা মণ্ডপসজ্জা। তাঁর পরিকল্পনাতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু সংগ্রহশালা। কলকাতায় রামমোহন সংগ্রহশালা এবং স্টেট ব্যাঙ্কের সংগ্রহশালাও তৈরি করেছিলেন তিনি। ১৯৭৪ সালে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজের সংস্থা ‘RAD Associates’। কলকাতার এয়ার ইন্ডিয়া বিল্ডিং, এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কোল ম্যানেজমেন্টের মতো বিখ্যাত সংস্থাগুলি সজ্জিত হয়েছিল তাঁরই শিল্প এবং স্থাপত্য ভাবনায়। ইলাস্ট্রেটর বা শিল্পনির্দেশক হিসেবেও তাঁর ছিল বিশেষ খ্যাতি। সুভো ঠাকুরের ‘সুন্দরম’ এবং হুমায়ুন কবীর প্রতিষ্ঠিত ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকাতেও তাঁর কাজ অনেকের স্মরণে আছে। বইয়ের প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে তাঁর আঁকা প্রবোধকুমার সান্যালের ‘অগ্নিসাক্ষী’, অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নাম’ প্রভৃতি আরও কিছু প্রচ্ছদ ইতিহাস হয়ে আছে। তিনি বদলে দিয়েছিলেন বাংলা সিনেমার পোস্টারের ভাষাকেও। তপন সিংহের ‘কাবুলিওয়ালা’, অজয় করের ‘হারানো সুর’, ‘অরুন্ধতী দেবীর ‘ছুটি’ ইত্যাদি সিনেমার পোস্টারগুলিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ইলাস্ট্রেটিভ বিজ্ঞাপনের জগতে রণেন আয়ন দত্ত তাঁর সময়ে হয়ে উঠেছিলেন প্রায় কিংবদন্তীপ্রতিম এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এরকম একজন শিল্পীর প্রধান কাজগুলি দেখার তেমন কোনও সুযোগ এই কলকাতা শহরে আর নেই। কিংবা থাকলেও তা এই প্রজন্মের সামনে তুলে ধরবে কে! নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছবি এঁকে গিয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট দিয়ে সম্মানিত করেছিল। কিন্তু তাঁর যে ইচ্ছে ছিল, তাঁর শিল্পকর্মের নিদর্শনগুলো একসঙ্গে সাজিয়ে রাখার। সে কাজ আর করবে কে!

যুদ্ধের মধ্যেও সাহিত্য ধরে রাখে জীবনের কাহিনি

মহম্মদ শাহাবুদ্দিন

ইতিহাসে যুদ্ধ বার বার এনেছে ধ্বংসের বার্তা। প্রতিটি যুগের যুদ্ধের বৃত্তান্ত, তার পরিণতিকে ইতিহাসে পাই। যুদ্ধের ছায়া পড়ে সাহিত্যে, কাব্যে, যুদ্ধ শেষ হলেও যুদ্ধ থেকে যায়। শুরু হয় যুদ্ধ থেকে, যুদ্ধের আঘাত থেকে নতুন করে বেঁচে ওঠার যুদ্ধ। সাহিত্যে আমরা ইতিহাসের যে ঘটনা পাই, যতটুকু ধরা দেয় তার সঙ্গে থেকে যায় মানব জীবনের গভীর সম্পর্ক। এই সম্পর্কে আমরা পেয়েছি ধ্বংসের রক্তচিহ্ন মুছে মানুষের উত্তরণের আকাঙ্খা। সাহিত্যে যুদ্ধের ভেরী প্রথম শোনা গিয়েছিল মহাকাব্যের পাতায়। সাহিত্য উন্মেষের তখন প্রাচীনকাল। ৮ম শতকে হোমারের ইলিয়াড ওডিসিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে ট্রোজান যুদ্ধের কথা। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অনৈতিক দুর্নিবার লোভ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের পরিণত হয়েছিল। শেষ হয়ে গিয়েছিল এক বিশাল সেনাবাহিনী। পিছনে পড়েছিল অসহায় নারী ও পুরুষের দল। বিজয়ী পক্ষের ক্ষতিও হয়েছিল অপূরণীয়। সহযোদ্ধাদের মৃত্যুর পাশাপাশি সহ্য করতে হয়েছিল সাত পুত্র ও এক পৌত্রের নিধন। শেষে শ্মশানের লেলিহান শিখার সঙ্গে ভেসে বেড়ালো স্বজন হারানোর দীর্ঘশ্বাস। মহাকাব্যের ক্যানভাসে যুদ্ধকে নিয়ে এই আখ্যান অনেকটা প্রাচীন কাহিনি নির্ভর। মহাকাব্যের নিয়ম মেনে এর আখ্যান গড়ে উঠেছিল দ্বন্দ্ব সংঘাত, যুদ্ধ আর মহানায়কের ট্রাজিক মৃত্যুকে ঘিরে। আধুনিক যুগে সাহিত্যের সৃষ্টি ১৯ শতক থেকে। এর আগে ঘটে গিয়েছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলির যুদ্ধলিপ্সা তীব্র চেহারা নেয়। সমুদ্রপথ খুঁজে নিয়ে বিভিন্ন মহাদেশে চলেছিল সম্পদ লুণ্ঠন আর উপনিবেশ স্থাপনের পালা। ইউরোপ এশিয়ার রাজতন্ত্রের গর্ভেই জন্ম নিচ্ছিল নতুন অত্যাচারী সামন্তশ্রেণি। বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীন সংকট তৈরি করেছিল গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা। সামাজিক অবস্থার এমনই প্রেক্ষাপটে রাশিয়ায় লিউ টলস্টয় রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’। ১৮১২ সালে নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের সময়কে ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল তার এই সুবিশাল উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৮৮৯ সাল। বারোশো পৃষ্ঠা জুড়ে এই উপন্যাসে চরিত্র সংখ্যা অগণিত। যুদ্ধ আক্রান্ত দেশের ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের আবেগ ও বেদনা, জীবনের হাহাকার, প্রেমের অন্তরঙ্গ বয়ানে এ উপন্যাস বিশ্ব সাহিত্যে এক অতুলনীয় সৃষ্টি। ঘটনার পর ঘটনার বিবরণে তিনি কোথাও যুদ্ধকে মহৎ করে দেখাননি। যুদ্ধক্লান্ত সমাজের চিত্রণে টলস্টয়ের চিন্তায় প্রকাশ পেয়েছে এক মহৎ রাষ্ট্র চেতনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর অসংখ্য লেখককে নাড়া দিয়েছিল। এরপর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা মানুষকে নতুন সংকট ও সংগ্রামের মুখোমুখি এনে দেয়। বিশ্বযুদ্ধের আবহে মানু নিজেদের আবিষ্কার করে আর এক যুদ্ধের মধ্যে। এই যুদ্ধ-আন্দোলিত সময়ের মধ্যে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে লেখেন ‘এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস’। ১৯২৯ এ প্রকাশিত এই উপন্যাস হেমিংওয়ের সৈনিক জীবনের ফসল। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও পরিণতি তার সামনে এনে দিয়েছিল এক নিঃসঙ্গ পৃথিবীকে। ‘আইসল্যান্ডস ইন দ্য স্ট্রিম’ উপন্যাসে যুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে ঘিরে হেমিংওয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন গভীর জীবনবোধ। এই মার্কিন ঔপন্যাসিক জীবনের অর্থ খুঁজেছেন যুদ্ধ আক্রান্ত সমাজের কঠিন বাস্তবতার মধ্যে। যে বাস্তবতার মধ্যে রূপায়িত হয়েছে যুদ্ধের মধ্যে ভয়ঙ্কর ভাবে বেঁচে থাকা মানুষের কাহিনি। জার্মান ঔপন্যাসিক এরিক মারিয়া রেমার্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রচনা করেছেন তাঁর অসামান্য উপন্যাস ‘অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। উপন্যাসে রয়েছে ধ্বংসের মধ্যে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বের গল্প। কাহিনির মূল চরিত্র পল যুদ্ধে একে একে মারা যেতে দেখেছে তার সহযোদ্ধা বন্ধুদের। এক একটি মৃত্যুদৃশ্য তাঁর হৃদয়ের গভীরে গিয়ে আঘাত করে। দেখা গেছে খাদ্য, বাসস্থান দারিদ্রের তীব্র সঙ্কট। এখানে অভাবে মানুষ মৃত্যুশয্যাও চুরি করে নিয়ে যায়। মানবতার নিদারুন বিপর্যয় ফুটেছে রোমার্কের অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে। স্পেনের অন্ধকারতম সময়ের প্রতিবাদী কবি ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা। তাঁর কবিতায়, নাটকে আমরা পেয়েছি গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত স্পেনের বিপ্লবের কথা। আমরা পেয়েছি গৃহযুদ্ধ ব্যাপৃত দক্ষিণ স্পেন, আন্দালুসিয়ার মানুষের জীবনের বৃত্তান্ত। অত্যাচারী ফ্রাঙ্কোর অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মিছিলে পাবলো পিকাসোর সঙ্গে পা মিলিয়েছিলেন লোরকা। ‘ব্লাক ওয়েডিং’, ‘ইয়েরমা’, দ্য হাউস অব বারনারদা আলবারের মতো কালজয়ী নাটক রচনা করেছিলেন লোরকা। নাটকের চরিত্রগুলি গৃহযুদ্ধ সমসাময়িক কাল থেকে তুলে আনা। যুদ্ধ থেমে গেলেও যুদ্ধ থামে না। একটা যুদ্ধ সংঘাতের মধ্যে আর একটা সংঘাতের বীজ লুকিয়ে থাকে। ১৯১৪-র জুলাইতে শুরু হওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেমে ছিল ১৯১৮-র নভেম্বরে। মৃত্যু হয়েছিল দেড় কোটি মতো মানুষের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ খুলে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৮-র ভার্সাই সন্ধির চুক্তির মধ্যে দিয়ে জার্মানীর ওপর চাপানো কঠোর শর্তাবলী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে আরও এগিয়ে আনে। দীর্ঘ ছ’বছর ধরে চলা এই যুদ্ধ পৃথিবীতে এক নতুন পালা বদল ঘটায়। বিশ্বযুদ্ধে ফাসিস্ট জার্মানীর পতন এবং সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার বিজয়,পূর্ব ইউরোপ জুড়ে কম্যুনিস্ট রাজনীতির প্রতিষ্ঠা এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিশ্বে রাজনীতির শিবির বিভাজন হয়ে যায় দু’ভাগে। একদিকে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, আর একদিকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক শিবির। শুরু দুই শক্তির ঠান্ডা লড়াই। বিশ্বরাজনীতির এই নতুন মেরুকরণে তৃতীয় বিশের দেশগুলিতে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সোভিয়েত প্রভাবে আরও উৎসাহ পায়। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তীকালীন তিনটি দশক ছিল সভ্যতার সংকটময় কাল। সমাজ সংস্কৃতিতে এসে লাগছিল মানুষের স্বার্থপরতা অবিশ্বাসের ঢেউ। মানবজীবনের এই সংকট ও সংগ্রামের প্রভাব পড়েছে এ কালের সাহিত্যে। বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনা পেরিয়ে তার ছায়াপাত দেখেছি আমাদের উপমহাদেশের সাহিত্যেও।

ইতালিয়ান কথা সাহিত্যিক আলবার্তো মোরাভিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লিখেছেন তাঁর কালজয়ী উপন্যাস ‘টু উইমেন’। মোরাভিয়ার কলম ইতালীর ফ্যাসিস্ট শাসক মুসোলিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এই উপন্যাসে স্বৈরতন্ত্রের নৃশংসতার পাশাপাশি উঠে এসেছে যুদ্ধের কারণে মানুষের অসহনীয় দুর্ভোগের কথা। নারীদের জীবনে যুদ্ধের ভয়াবহতার অমানবিক দিক এমনভাবে দেখিয়েছেন যা পাঠকের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। উপন্যাসে মোরাভিয়া এমন এক অসহায় মায়ের কথা শুনিয়েছেন যে নিজের মেয়েকে যুদ্ধ থেকে নিরাপদে রেখেও তাকে অভিশপ্ত জীবন থেকে বাঁচাতে পারেনি। তাকে সারাজীবন থেকে যেতে হয় তার সন্তানের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ স্মৃতি নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে আইরিশ ঔপন্যাসিক জন বয়েনের লেখা হৃদয়স্পর্শী উপন্যাস ‘দ্য বয় ইন দ্য স্ট্রাইপস পাজামাস’। ১৯৪২ সাল। বিশ্বযুদ্ধের তখন মাঝামাঝি সময়। বার্লিনের ন বছরের কিশোর ব্রুনোর বাবা ছিলেন জার্মান সেনাবাহিনীর কর্নেল। তাদের বাড়ির পাশেই ইহুদী বন্দিদের কাঁটাতারের ক্যাম্প। তারের ওপারে তারই সমবয়সী সুমেলের সঙ্গে তার রোজ চোখাচোখি হয়। অপরাধ তারা ইহুদী। চোখের আলাপ থেকে মনের টান। তবু কেউ কাউকে ছুঁতে পারে না। বন্ধুকে ভালো লাগার টানে ব্রুনো একদিন সুমেলের দেওয়া বন্দিদের ডোরা কাটা পাজামা পরে বন্দিদের সঙ্গে মিশে যায়।

ব্রুনো ইহুদি ছেলের পোশাকে আবেগে ঢুকে পড়ে বন্ধুত্বের দরজা খুলে তার পরিণতি হয় জীবনের অবসানে হঠাৎ একদিন নাৎসীরা বন্দিদের নিয়ে গ্যাস চেম্বারে। যুদ্ধের আকাশে এখানেই বেজে ওঠে মানবতার জয়গান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে জীবন ও বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাপক পালাবদল ঘটে যায়। সময়ের প্রেক্ষাপট সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়। যুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যসংকট, ইংরেজের দমনমূলক আইন, দেশব্যাপী বিক্ষোভ আন্দোলন সব মিলিয়ে জন সমাজে এনেছিল অস্থিরতা। জন্ম দিয়েছিল প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের প্রতি মানুষের হাতাশা। যদ্ধোত্তর কালের বিপর্যয় সবচেয়ে বেশি হতাশ করেছিল মধ্যবিত্ত মানুষ ও যুবমনকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আগস্ট আন্দোল ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ বজ্রনির্ঘোষ। বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন নানাভাবে জর্জরিত। এই সময় দু’শো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ সময়ের সুযোগ খুঁজছিল মানুষ। সমাজ আন্দোলনের অভিঘাত এ যুগের সাহিত্যকে স্পর্শ করেছিল। সীতনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, বনফুল, মনোজ বসু প্রমুখ লেখকরা এ যুগের প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মন্বন্তর’ উপন্যাসে বিশ্বযুদ্ধ জনিত সমস্যা ও তার ফলে ঘনিয়ে আসা বাংলার দুর্ভিক্ষ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

নাগরিক জীবনে যুদ্ধ কীভাবে ভাঙন ধরায় তারই রূপায়ন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্যানিক’ গল্প। যুদ্ধের ছবি ফুটে উঠেছে সুবোধ ঘোষের ‘কর্ণফুলির ডাকে’ নবেন্দু ঘোষের পলাতক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘মন্দাকান্তার’-কাহিনিতে। ‘বাঁধনহারা’ উপন্যাসে বিদ্রোহী নজরুল তাঁর সৈনিক জীবনের যুদ্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছিলেন। বরেন বসুর ‘রঙরুট’ উপন্যাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমল যুদ্ধে যোগ দিয়ে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। দেবেশ দাসের ‘রক্তরাগ’ উপন্যাসও বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল।

বহুবছর আগে সংঘটিত হওয়া যুদ্ধও আজকের সাহিত্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বযুদ্ধ সভ্যতার পতনের যে শব্দ শুনিয়েছিল তার প্রতিধ্বনি আজও শোনা যায় পৃথিবীর নানা প্রান্তে। সুদীর্ঘ সময় ধরে চলেছে ফিলিস্তিনের মুক্তির লড়াই। মারণাস্ত্রের আঁচে প্রতিনিয়ত পুড়ে চলেছে গাজার জনবসতি। শেষ হয়ে যাচ্ছে একটা প্রজন্ম। রুক্ষ মৃত্যুভূমিতে অকুলান পড়ছে গণকবরের জায়গা এই দীর্ঘ যুদ্ধের ইতিহাসও লেখা থাকবে। সাহিত্যের পাতায় উঠে আসবে মানব বিপর্যয়ের ট্রাজেডি। কিন্তু সভ্যতার ভগ্নস্তূপের মধ্যেই থেকে যাবে উত্তরণের বীজ। ধ্বংসের মধ্যে থাকে বেঁচে ওঠার আকুতি। বিপর্যয় থেকে উত্তরণ, এই নিয়েই যুদ্ধের রিয়ালিটি। সেই রিয়ালিটি, ইতিহাসের সেই বাস্তবতা ধরা দেয় সাহিত্যের পাতায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবেক জ্যোতি প্রজ্জ্বলন করেন মেয়র দীপক মজুমদার ছবি নিজস্ব।

ইরানে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে মৃতের সংখ্যা ৫৪৪, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

তেহরান, ১২ জানুয়ারি: ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ১৬ তম দিনে প্রবাহিত হয়েছে। মার্কিন ভিত্তিক হিউম্যান রাইটস অ্যাকটিভিস্টস নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা ৫৪৪-এ পৌঁছেছে, এবং ইন্টারনেট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এবং ফোন লাইনগুলো বিচ্ছিন্ন করা সত্ত্বেও বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ১০,৬৮১ জনের বেশি মানুষ গ্রেফতার হয়েছে।

এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় জানান যে, ইরান আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, এবং ইসলামিক রিপাবলিকের নেতৃত্বের সঙ্গে একটি বৈঠক আয়োজন করা হচ্ছে। তবে ট্রাম্প বলেন, চলমান বিক্ষোভ ও প্রতিবাদকারীদের ওপর সহিংসতার কারণে বৈঠকের আগেই আমেরিকা কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু গতকাল বলেন, ইসরায়েল ইরানের বিক্ষোভের পরিণতি এবং ট্রাম্পের ইরানে হস্তক্ষেপের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি নজরদারি করছে। তিনি এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও গত রাতে আলোচনা করেন।

ইরানের সংসদের স্পিকার মোহাম্মাদ বাঘের কালিবাফ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, যদি আমেরিকা সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে তেহরান যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক এবং বাণিজ্যিক ঘাঁটিগুলোকে প্রতিশোধের লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করবে।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ইরানের কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করতে এবং দেশের মধ্যে তথ্য প্রবাহে বাধা না দিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে, ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেছেন, দেশের চলমান অশান্তিকে সাধারণ প্রতিবাদ হিসেবে বর্ণনা করা যায় না, এটি একটি 'সন্ত্রাসী যুদ্ধ'। তিনি দাবি করেছেন, 'সন্ত্রাসী উপাদানগুলি সরকারি ভবন, পুলিশ স্টেশন এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ করেছে।'

আরাগচি আরও জানান, ইরানের কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসী উপাদানগুলির কাছে পাঠানো অডিও রেকর্ডিং সংগ্রহ করেছে, যেখানে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাধারণ জনগণ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর গুলি চালানোর জন্য।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১১ জানুয়ারি (রবিবার) বলেছেন যে, ইরান আলোচনার জন্য কল করেছে। তবে, ট্রাম্প আবারও সতর্ক করে দেন যে, বৈঠকের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে। তিনি বলেন, 'ইরানের নেতারা গতকাল ফোন করেছে... একটি বৈঠক আয়োজন করা হচ্ছে... তারা আলোচনা করতে চায়... তবে, আমরা বৈঠকের আগে পদক্ষেপ নিতে হতে পারে।'

ইরানে চলমান অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং সর্বোচ্চ নেতা খামেনির বিরুদ্ধে আন্দোলন একদিকে যেমন জনগণের ক্রোধ উসকে দিয়েছে, তেমনি বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা তৈরি করেছে। এর মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল ইরানের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা করছে বলে শোনা যাচ্ছে, যা আগামী দিনগুলোতে আরও জটিল পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে।

স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর সাউথ ব্লক থেকে সরে নতুন ঠিকানায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, নামকরণ 'সেবাতীর্থ'

নয়াদিল্লী, ১২ জানুয়ারি : স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর প্রথমবারের মতো সাউথ ব্লক থেকে সরে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর (পিএমও) নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হতে চলেছে। সেন্ট্রাল ভিস্তার ''এক্সিকিউটিভ এনক্লেভ''-এ নতুন এই দপ্তরটির নামকরণ করা হয়েছে 'সেবাতীর্থ'।সূত্রের খবর, চলতি মাসের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই নতুন দপ্তরে স্থানান্তরিত হতে পারেন। এই কমপ্লেক্সে মোট তিনটি ভবন রয়েছে, যেগুলির মধ্যে একটি হল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ''সেবাতীর্থ-১'', বাকি দুটি ভবন হল ক্যাবিনেট সচিবালয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের দপ্তর, যা যথাক্রমে ''সেবাতীর্থ-২'' এবং ''সেবাতীর্থ-৩'' নামে পরিচিত।

নতুন দপ্তরের নামকরণ 'সেবাতীর্থ' কেন করা হলো, তা নিয়ে সরকারিভাবে একটি সূত্র জানায় যে, এটি ''জনসেবা'' বা ''সেবা''য়ের চেতনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে করা হয়েছে। এই নামের মাধ্যমে সরকারের উদ্দেশ্য জনগণের প্রতি সেবা প্রদানের শাশ্বত মানসিকতা তুলে ধরা।

এদিকে, সাউথ ব্লক এবং নর্থ ব্লককে মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালায় (যুগ যুগিন ভারত সংগ্রহালয়) পরিণত করার ঘোষণা ইতিমধ্যেই দিয়েছে ভারত সরকার। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে, জাতীয় জাদুঘর এবং ফ্রান্সের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

নতুন মিউজিয়ামে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শিত হবে। এর মাধ্যমে ভারতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, জাতির সংগ্রাম এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবে।

এছাড়া, সাউথ ব্লক এবং নর্থ ব্লকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রক্ষা করে, নতুন সরকারী প্রকল্পের মাধ্যমে এটি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় একটি কেন্দ্র হয়ে উঠবে, যেখানে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চমৎকার সংকলন থাকবে।প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নতুন ঠিকানা এবং দেশের ঐতিহাসিক সরকারি ভবনগুলির পরিবর্তনের এই উদ্যোগ ভারত সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা দেশের প্রশাসনিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নতুন করে সাজাতে সহায়ক হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফের চিঠি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে, ভোটারদের হয়রানি নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে শুরু থেকেই বিভিন্ন ইস্যুতে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখলেন তিনি। এটি ছিল তাঁর পঞ্চম চিঠি। এতে, সাধারণ মানুষের হয়রানি এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে অভিযোগ করেছেন তিনি।

গত শনিবার, চতুর্থ চিঠি দেওয়ার পর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও কিছু গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। তিন পাতার ওই চিঠিতে তিনি বলেছেন, 'কেন অমর্ত্য সেন, জয় গোস্বামী, মহম্মদ শামি, দেব-কে হিয়ারিংয়ের নোটিস পাঠানো হলো?' পাশাপাশি, ৭৭ জনের মৃত্যুর দায় কে নেবে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

এবার মমতার অভিযোগ, ভোটারদের প্রমাণপত্র জমা দেওয়ার পরও তা গ্রহণ করা হচ্ছে না। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "ভোটাররা তাঁদের যোগ্যতার প্রয়োজনীয় নথি জমা দিচ্ছেন, কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে সেই নথির জন্য কোনও যথাযথ স্বীকৃতি বা রসিদ দেওয়া হচ্ছে না। পরবর্তীতে সেই নথিগুলিকে "ঞ্জুল্রঠ চ্রদ্ভ্রত্ব" হিসেবে দেখানো হচ্ছে বা বলা হচ্ছে রেকর্ডে নেই। এর ফলে ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে।"এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের মধ্যে একটি বড় প্রশ্ন উঠে এসেছে, কেন মাত্র দুই মাসে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ করার তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অসঙ্গতির বিষয়ে মমতা আরও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরতে চেয়েছেন।এটি নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পক্ষ থেকে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে, এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষায় কমিশন সর্বদা সতর্ক থাকছে বলে সূত্রের খবর।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার তীব্র আক্রমণ: 'সিবসাগরকে ধুবরীতে পরিণত করার মন্তব্য অপমানজনক ও প্ররোচনামূলক'

গুয়াহাটী, ১২ জানুয়ারি : ১২ জানুয়ারি তেজপুরে এক সরকারি অনুষ্ঠানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন, সিভসাগর নিয়ে কংগ্রেস নেতার বিতর্কিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে। শর্মা এই মন্তব্যকে 'অপমানজনক এবং প্ররোচনামূলক' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।কংগ্রেস নেতা রেজুয়েল করিম সরকারের সিভসাগরকে 'ধুবরীতে পরিণত করার' মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শর্মা বলেন, 'প্রশ্ন হচ্ছে, রেজুয়েল কিসের অধিকার নিয়ে সিভসাগরকে ধুবরীতে পরিণত করার কথা বলছেন? যিনি বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী পরিবারের সন্তান, তাকে এ ধরনের মন্তব্য করার কোনো নৈতিক অধিকার নেই।' তিনি এই মন্তব্যকে অহংকারের চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বলেন, 'এটি সিভসাগরের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে অপমান করার একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চেষ্টা।'মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'সিভসাগর কংগ্রেসের কোনো নেতার পূর্বপুরুষের সম্পত্তি নয়।' তিনি সতর্ক করেন যে, অযথা অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য জনগণের অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে এবং রাজনীতিতে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।মুখ্যমন্ত্রী গৌরব গগৈ এবং দেবব্রত সাইকিয়ার বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে বলেন, 'কেন তারা ''মিয়া'' সম্প্রদায়ের প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতি দেখাচ্ছেন? এর রাজনৈতিক যুক্তি আমি বুঝতে পারছি না।' তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশি উতের ব্যক্তিরা অসমের পরিচয় নিয়ে আমাকে কোনো শিক্ষা দিতে পারেন না।'রাজনৈতিক জোটের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী আসন ভাগাভাগির গুজবকে অগ্রাহ্য করে বলেন, 'এটা রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়।' তবে, তিনি কংগ্রেসের টিকিট বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ করেছেন এবং বলেন, 'যতটুকু জানা গেছে, টিকিটের বিনিময়ে টাকা নেওয়া হচ্ছে এবং সেই টাকা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।'মুখ্যমন্ত্রী শাসক জোটের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'অসম গণ পরিষদ (এজিপি) এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) একসাথে কাজ করবে, এবং কোনো দলের প্রার্থীর পরিচয় উন্নয়ন প্রকল্পে কোনো প্রভাব ফেলবে না।'কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ এবং পাকিস্তান সংযোগ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শর্মা রহস্যজনকভাবে বলেন, 'আপনি ট্রেলার দেখেছেন, এখন সিনেমা দেখবেন,' যা নতুন কোনো উন্মোচনের ইঙ্গিত দেয়।

ভারতে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে যুবকদের জন্য জাতীয় নীতির অগ্রগতি মূল্যায়ন

নয়াদিল্লী, ১২ জানুয়ারি : আজ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হচ্ছে, যা প্রতি বছর স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পালন করা হয়। এ দিনটি শুধু স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও যুবকত্বের গুরুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নয়, বরং দেশের যুব জনগণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক নীতিমালা ও উদ্যোগের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার সুযোগ হিসেবে উদযাপিত হয়। বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যার ৬৫ এর বেশি অংশ ৩৫ বছরের নিচে, যা বিশাল একটি যুবশক্তি তৈরি করেছে। সরকার এই যুবশক্তিকে সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগাতে একাধিক কাঠামোগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে 'ভিক্সিত ভারত ৫ ২০৪৭' অর্জনের লক্ষ্যে যুবকদের সুশিক্ষিত, দক্ষ, কর্মসংস্থানযোগ্য এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।

এই যুবকেন্দ্রিক নীতি উন্নয়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক একটি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যা নাগরিক অংশগ্রহণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উদ্যোগ এবং স্বাস্থ্য খাতে নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে যুবকদের পূর্ণাঙ্গভাবে জাতি গঠনে যুক্ত করছে।

২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে লঞ্চ করা মেরা যুব ভারত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি যুবকদের মধ্যে নেতৃত্ব, স্বেচ্ছাসেবকতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করছে। এই প্ল্যাটফর্মে ইতিমধ্যেই দুই কোটিরও বেশি নিবন্ধন হয়েছে এবং এটি হাজার হাজার যুব ক্লাব, প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানির সাথে সংযুক্ত। ২০২৫ সালে মাই ভারত-এর ডেডিকেটেড অ্যাপ চালু হওয়ার পর, এআই-ভিত্তিক টুলস, স্মার্ট সিভি বিল্ডার এবং মেন্টরশিপ নেটওয়ার্ক সহ মাই ভারত ২.০ সংস্করণ আরও উন্নত হবে। এর পাশাপাশি, ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম, যা প্রতি বছর প্রায় ৪ মিলিয়ন ছাত্রকে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে নিযুক্ত করে, যুবকদের সামাজিক দায়িত্ব ও জাতীয় একতার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।

ভিক্সিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়ালগ, যা আগে জাতীয় যুব উৎসব নামে পরিচিত ছিল, এখন আরও আধুনিক ও ইন্টারঅ্যাকটিভভাবে সংস্কৃতির অংশগ্রহণ, ডিজিটাল কুইজ, উদ্ভাবনী ট্র্যাক এবং পলিসি পিচিং-এর মাধ্যমে যুব নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক হচ্ছে।

ভারত সরকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্কিল ইন্ডিয়া মিশন, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা এবং ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোমোশন স্কিম-এর মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুবদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ২০১৪ সাল থেকে, এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে ৬ কোটিরও বেশি যুবক দক্ষতা অর্জন করেছেন, যার মধ্যে রোবোটিক্স, ড্রোন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো নতুন প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এছাড়া, পিএম-সেতু নামক ৬০,০০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পও ২০২৫ সালে চালু হয়েছে, যার মাধ্যমে ১,০০০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী ভিক্সিত ভারত রোজগার যোজনা এবং স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগ যুবকদের জন্য নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি করছে। সরকার ২০১৬ সাল থেকে প্রায় ২ লক্ষ স্টার্টআপকে সনদ প্রদান করেছে, অনেকগুলি শহরের বাইরের অঞ্চলে। প্রধানমন্ত্রী মুদরা যোজনা-এর মাধ্যমে ৫৩ কোটিরও বেশি ঋণ মঞ্জুর হয়েছে, যার মধ্যে অনেকটাই মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য।

এছাড়া, যুবদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা নিশ্চিত করতে ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট এবং যুব সাইকিক সুস্থতা সম্পর্কিত নানা উদ্যোগ চালু হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে শারীরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক সুস্থতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় যুব দিবস ২০২৬ তাই শুধুমাত্র একটি স্মরণীয় দিন নয়, এটি ভারতের যুবক নীতির একটি পর্যবেক্ষণ। সরকার যুবকেদের সুশিক্ষিত, দক্ষ, উদ্যোক্তা এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রেখে দেশ গঠনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। 'ভিক্সিত ভারত ৫ ২০৪৭' বাস্তবায়নের জন্য এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছেঃ পরবর্তী বৈঠক মঙ্গলবার

নয়াদিল্লী, ১২ জানুয়ারি: : ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি প্রস্তাব নিয়ে 'সক্রিয়ভাবে' আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী মঙ্গলবার পরবর্তী ফোন কলে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সের্জিও গোর।

তিনি সোমবার তার প্রথম জনসভায় বলেন, 'দুটি পক্ষই সক্রিয়ভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। আসলে, পরবর্তী ফোন কলে বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা আগামীকাল হবে। মনে রাখবেন, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দেশ, তাই এই চুক্তি সম্পন্ন করা সহজ কাজ নয়, তবে আমরা তা সফল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,' গোর বলেন।

এছাড়া, তিনি জানান, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র একে অপরের শেয়ার্ড স্বার্থে নয়, সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক বন্ধুত্বে বাঁধা। 'সত্যিকারের বন্ধুরা কখনো কখনো মতানৈক্যে পরেও শেষ পর্যন্ত তাদের পার্থক্য মিটিয়ে নেয়,' গোর বলেন।

তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা জানান।

গোর, যিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহচর, সম্প্রতি ভারত সফরে আসেন এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত না হওয়ার কারণে অস্থিরতার মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গত কিছু মাসে, ভারতের রাশিয়ান তেল কেনা নিয়ে মার্কিন সরকারের নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং ট্রাম্পের দাবি যে তিনি ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বন্ধ করেছিলেনএই ধরনের নানা ইস্যুতে দুদেশের সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা টানাপোড়েন দেখা গেছে।গত শুক্রবার, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র রন্ধীর জয়সওয়াল বলেন, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র বহুবার চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছেছিল, যার ফলে দুই দেশের মধ্যে অমীমাংসিত পরিস্থিতি শুধু ভারতের ওপর চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়, যেমনটি যুক্তরাষ্ট্রের সচিব হাওয়ার্ড লুটনিকের বক্তব্যে উল্লিখিত হয়েছিল।

এছাড়া, গোর আগামী মাসে ভারতকে 'প্যাক্স সিলিকা' উদ্যোগে পূর্ণ সদস্য হিসেবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এটি একটি মার্কিন নেতৃত্বাধীন কৌশলগত উদ্যোগ, যা সেমিকন্ডাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সরবরাহ চেইনগুলির নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা তৈরিতে সহায়ক হবে। প্যাক্স সিলিকা উদ্যোগের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, ইসরায়েল, জাপান, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।গোর আরও বলেন, 'যদিও বাণিজ্য আমাদের সম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তবে আমরা নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম, শক্তি, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও একসঙ্গে কাজ করতে থাকব।'

বাংলাদেশে নির্বাচনী উত্তেজনা: শেখ হাসিনার অভিযোগ, আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করে 'গায়ের ঝাল' মেটানো হয়েছে

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি : বাংলাদেশে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, কিন্তু এই নির্বাচনে আওয়ামি লিগ লড়ছে না। দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়ে এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, 'মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কারণ তারা জানতো যে, জনগণ আমাদেরকেই ভোট দেবে।'

এক সাক্ষাৎকারে হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণ আমাদের ৯ বার ভোট দিয়ে জয়ী করেছে। তারা যদি নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে, তাহলে আবারও আওয়ামি লিগকেই ভোট দেবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আমাদের সামনে ব্যালট বাক্সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছে না, তাই আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।' তাঁর মতে, আওয়ামি লিগ ছাড়া এই নির্বাচন কোনোভাবেই সুষ্ঠু বা অংশগ্রহণমূলক হতে পারে না, এবং নির্বাচিত সরকার গণতান্ত্রিক বৈধতা দাবি করতে পারবে না।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'এবার ৩০ শতাংশ ভোটার নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়েছেন। ফলে, যেই দলই নির্বাচনে জয়ী হোক না কেন, তাদের কর্তৃত্ব তাৎক্ষণিকভাবে সংকটে পড়বে।' হাসিনা তার মন্তব্যে এনসিপি (জাতীয় ছাত্র পার্টি) এবং জামাতের জোটের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'এনসিপি যেভাবে যুব আন্দোলনের মুখ হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে, তেমনই এখন তারা জামাতের সঙ্গে জোট বেঁধেছে, যাদের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল। এই দলটি যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থক, এবং এখন তারা ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে নষ্ট করতে চাইছে।'

তিনি আরও বলেন, 'আওয়ামি লিগের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল দেশের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং একটি সহিষ্ণু, উদার সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এখন নতুন রাজনৈতিক জোট সেই অগ্রগতিকে ধ্বংস করতে চাইছে।'

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির নেতা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন নিয়ে হাসিনা প্রথমবার মুখ খুলেছেন। তিনি বলেন, 'তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের পুনর্নবীকরণ বা সংস্কারের সূচক নয়, বরং এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক জলবায়ুকে আরও পশ্চাদমুখী করবে।'

হাসিনা বলেন, 'তারেক রহমান দীর্ঘদিন নির্বাসিত থাকার পর দেশে ফিরে এসেছে। সে দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য দায়ী, এবং তাকে রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হিসাবে গ্রহণ করা বাংলাদেশের জন্য একটি বিপজ্জনক পথ হবে।'

হাসিনা অভিযোগ করেছেন, 'বিএনপি কর্মীরা ১২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য জনগণকে ভয় দেখাচ্ছে, তাদের উপর বলপ্রয়োগ করছে। এই কি গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন?' তিনি আরও বলেন, 'মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার জনতাকে ভারতবিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে খেপিয়ে তুলতে ব্যস্ত রয়েছে।'

এছাড়া, তিনি বাংলাদেশের বর্তমান অরাজক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'বর্তমান সরকারের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার অভাব বাংলাদেশের অস্থিতিশীলতার কারণ। বিএনপি, জামাত এবং এনসিপি একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে, যার ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হচ্ছে।'

এখন প্রশ্ন উঠছে, আওয়ামি লিগের এই রাজনৈতিক অবস্থান বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে কী প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে, শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তেজনা, নির্বাচনী সহিংসতা এবং বিরোধীদের কাছ থেকে আসা চ্যালেঞ্জগুলি কি আওয়ামি লিগের ভবিষ্যতকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে? সবকিছু নির্ভর করছে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের ফলাফল এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠলেও, তিনি দাবি করেছেন যে আওয়ামি লিগের নেতৃত্বাধীন সরকারই দেশের জন্য সঠিক পথ। তবে, তার নেতৃত্বাধীন সরকারের ওপর বিরোধীদের চাপ দিন দিন বাড়ছে, আর বাংলাদেশের আগামী রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে।

মাস্টার দা সূর্য সেনের শহিদ দিবস পালন করেন এআইডিএসও'র। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

শরীরচর্চা সেরা রচনা

শরীরচর্চা হল যেকোন শারীরিক কার্যক্রম বা শারীরিক ব্যায়াম যা আমাদের দেহের সুস্থতা রক্ষা এবং অনাক্রম্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে শরীরচর্চার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, তা যুগ যুগ ধরে বার বার প্রমাণিত হয়ে এসেছে। হাজার হাজার বছর পূর্ব সময় থেকেই মানবসভ্যতার মধ্যে শরীরচর্চার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা আজও বর্তমান। আজ এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা শরীরচর্চার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করবো।

শরীরচর্চা কী?

শরীরচর্চা বলতে আমরা সাধারণত যেকোনো শারীরিক সক্রিয়তাকে বুঝি যা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তথা আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্যের উপযুক্ততা বৃদ্ধি করে। আমাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এর কার্যকর অবদান রয়েছে; যেমন- পেশির শক্তি বৃদ্ধি করা, শারীরিক বলিষ্ঠতা এবং সহনশীলতাকে তীক্ষ্ণ করে তোলা, দৈহিক ওজনের সঠিক পরিমাপ বজায় রাখা তথা শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা এবং মনে আনন্দ প্রদান করা ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে শরীরচর্চা আমাদের শরীরের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ক্রমশ গতিশীল করে তোলে, যার ফলে দেহের সকল প্রকার জড়তা থেকে আমরা শরীরকে মুক্ত এবং সুস্থ সবল রাখতে পারি।

শরীরচর্চার প্রকারভেদ

শরীরচর্চা বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে। কেউ কেউ খুব সাধারণ ভাবে শরীরচর্চা করে থাকেন, যেমন হাঁটা, দৌড়ানো, লাপ-ঝাঁপ দেয়া, সাঁতার কাটা, দৌড় খেলা, ব্যায়াম করা এবং যোগ ব্যায়াম করা। আবার অনেকে ফুটবল, লন টেনিস, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, হকি, ব্যাডমিন্টন এবং কাবাডি প্রমুখ খেলাধুলার মধ্য দিয়ে উন্নতমানের শরীরচর্চা করে থাকেন।

শরীর চর্চার উপযুক্ত সময়

শরীরচর্চা এবং ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় রয়েছে, সঠিক সময়ে সঠিক শরীরচর্চা পদ্ধতি আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে উপযোগী। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই বিষয়ে অবগত যে, সকাল এবং বিকাল হল শরীর চর্চার উপযুক্ত সময়। তাছাড়া স্নান করার সময় কিছুক্ষণ সাঁতার দেওয়া উপযুক্ত। ঘুম থেকে ওঠার পর যোগ ব্যায়াম করার উপযুক্ত সময়। ঘুম থেকে উঠে সকালে হাঁটা, এবং বিকেল থেকে সন্ধ্যার সময়কালে হাঁটা বা খেলাধুলা করা স্বাস্থের পক্ষে উপযোগী। শারীরিক সুস্থতায় শরীরচর্চার প্রভাব

শারীরিক সুস্থতার প্রধান উপায় হলো ব্যায়াম এর মাধ্যমে শরীরচর্চা। ব্যায়াম ছাড়া কোনো মানুষ শারীরিকভাবে সর্বদা সুস্থ থাকতে পারেন না। ব্যায়াম তথা খেলাধুলা শুধুমাত্র দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায় যে তা না, আমাদের মনেরও উন্নতি সাধন করে; কারণ, মন ছাড়া দেহ একা কখনো চলতে পারে না।

দেহ হল মনের আধার, তাই শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নতি হওয়ার মধ্য দিয়ে মনের উন্নতিও হয়। আমদের মন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করে অর্থাৎ মস্তিষ্ক দ্বারা সবকিছু পরিচালিত হয়, আর মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মস্তিষ্ক। আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় না থাকলে আমাদের দেহ অচল হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাবে কাজের সমন্বয় সাধন ঘটে। আর ব্যায়াম এসকল অঙ্গের সুষম উন্নতি সাধন করে।

রোগ প্রতিরোধে শরীরচর্চার প্রভাব

সুস্থ থাকতে হলে শুধু স্বাস্থ্যকর খাবার নয় বরং নিয়মিত শরীরচর্চারও প্রয়োজন। শরীরচর্চা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং নানা রকম শারীরিক সমস্যা থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করে। নিয়মিত শরীরচর্চা উচ্চ রক্তচাপ, সংবহন তন্ত্রের জটিলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদির মতো নানাবিধ জটিল রোগব্যাধি প্রতিরোধ করে।

প্রতিদিন কিছু সময় হাঁটলে বা দৌড়ালে কিংবা অন্য পদ্ধতিতে শরীরচর্চা করলে রক্তচাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা কম হয়, কোলেসট্রল নিয়ন্ত্রণে থাকে; যার ফলে আমাদের রক্তনালিতে কোনোভাবেই চর্বির পুরু আস্তরন জমতে পারে না, এভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। অন্যদিকে শরীরচর্চা হাড়ের ক্ষয়ও রোধ করে এবং ক্যান্সারের সম্ভাবনা থেকেও আমাদের দূরে রাখে।

শরীরচর্চার প্রভাবে মস্তিষ্ক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় এবং এই রাসায়নিক পদার্থগুলো আমাদের মনকে প্রফুল্ল রাখতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এমনকি শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির পাশাপাশি রাসায়নিকগুলো চেহারায় লাবণ্যও বৃদ্ধি করে। নিত্য ব্যায়াম এবং শরীরচর্চা করার ফলে আমাদের দেহের প্রতিটি কোষে ভালো পরিমাণে অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহ হয় এবং এভাবেই হৃদযন্ত্র এবং রক্তনালিও সচলভাবে কাজ করে, যা আমাদের কর্মস্পৃহা বাড়ায় এবং কাজে-কর্ম ও লেখাপড়ায় মনোসংযোগ বৃদ্ধি করে।

বিভিন্ন কারণে শরীরচর্চা জরুরী, যেমন- মাংসপেশী ও সংবহন তন্ত্র সবল করা, শারীরিক ওজন নিয়ন্ত্রণ করা, ক্রীড়া-নৈপুন্য বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি। অন্যদিকে যারা ঘুমের সমস্যায় ভোগেন, তাদের জন্য ব্যায়াম অত্যন্ত উপকারি। ব্যায়ামের অভ্যাস যেমন অনিদ্রার সমস্যা দূর করে, তেমনি অতি নিদ্রাও হ্রাস পায়। সুতরাং নিয়মিত শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে ঘুমের সকল রকম সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

শরীরচর্চার উপায়

শরীরচর্চার করার ক্ষেত্রে মানব মনের সচেতন প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আমাদের পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা সমানভাবে থাকা জরুরি। শৈশবকাল থেকেই আমাদের সকলকে মুক্ত পরিবেশে খেলাধুলা এবং নানান রকম ব্যায়ামের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শরীরচর্চার প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয় এবং এভাবেই সকলের স্বাস্থ্য-সচেতনতা গড়ে তুলা উচিত, কারণ শরীরচর্চার অন্যতম উপায় হল যোগব্যায়াম।

প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় সাধকরা এই যোগ-ব্যায়াম উদ্ভাবন করেছিলেন, দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা গতিশীল রাখা এবং শরীরকে সুস্থ ভাবে কর্মোপযোগী করে তোলা ছিল এই উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য। তাছাড়া আজকাল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে যোগব্যায়ামের সাফল্য অনস্বীকার্য। অন্যদিকে যোগব্যায়াম সহ নানা রকম খেলাধুলাও শরীরচর্চার করার পক্ষে বিশেষ হিতকর বলে মনে করা হয়। কিন্তু একটা বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে যে, অনিয়মিত ব্যায়াম শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই নিয়মিত ব্যায়াম এবং পরিমিত তথা পর্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণই হল শরীরকে সুস্থ রাখার সঠিক উপায়। শরীরচর্চা উপভোগ করা কেন জরুরী আজকাল জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করা একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়ে গেছে। নতুন নতুন জিমে যোগদান করা মানুষের কাছে মেশিনের মাধ্যমে শরীরচর্চা করাটা শুধুই মেদ ঝরানোর একটি উপায়মাত্র। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে শরীরচর্চা শুধুমাত্র মেদ ঝরায় যে তা না, বরং আমাদের মনকেও সুস্থ রাখে, তবে যদি আমরা এই শরীরচর্চা উপভোগ করি তবেই এর সঠিক ফল পাওয়া যায়। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই জিমকে মেদ ঝরানোর কারখানা বলে মনে করেন, সেহেতু তারা শরীরচর্চাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন না, আর কোনোও কাজ যখন উপভোগ করার চেয়ে প্রয়োজন মনে করে করা হবে, তখন সেই কাজের পূর্ণ সুবিধা পাওয়াও যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই জোর করে জিমে না গিয়ে বরং হাঁটুন, সাইক্লিং করুন কিংবা দৌড়ান। শরীরচর্চা উপভোগ করতে পারলেই এর দ্রুত উপকারও পাওয়াও সম্ভব হবে।

শরীরচর্চায় বৈচিত্র্য

একই খাবার প্রতিদিন খেতে কি আপনার ভালো লাগে? নিশ্চয়ই লাগে না। ঠিক তেমনই প্রতিদিন একই ধরনের শরীরচর্চা করতেও ভালো লাগার কথা না। কোনো দিন যদি জিমে বেশি ঘাম ঝরিয়ে থাকেন তবে পরের দিন এমন কোনোও শরীরচর্চা করুন, যার ফলে আপনার শরীরের ওপর তেমন চাপ না পড়ে। ঘুরে ফিরে সকল রকম শরীরচর্চা করতে হয়।

ফুলকপিতে কী কী আছে

ফাইবারের ভান্ডার ফুলকপিকে ফাইবারের ভান্ডার বলা যায়। ফাইবার বা আঁশ অন্ত্রে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়াকে পুষ্টি জুগিয়ে ব্যথা কমাতে ও হজমে সাহায্য করে। ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য, ডাইভারটিকুলাইটিস ও ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজিজের মতো হজমজনিত সমস্যার ঝুঁকি কমাতে পারে। যাঁরা ওজন কমাতে চাইছেন, তাঁরা ফুলকপি খেতে পারেন। কারণ, এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের ভালো উৎস ফুলকপিতে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোসিনোলেটস ও আইসোথিওসায়ানেটস রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট দুটি ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি ধীর করতে সহায়ক। এ ছাড়া ফুলকপিতে ক্যারোটিনয়েড ও ফ্ল্যাভোনয়েড নামের দুটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে। এগুলোও ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। ফুলকপিতে থাকা ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে এবং হৃদ্রোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে ভূমিকা রাখে।

ওজন কমাতে সহায়ক

আপনি ওজন কমাতে চান? তাহলে ফুলকপি খেতে পারেন। ১০৭ গ্রাম ফুলকপিতে মাত্র ২৭ ক্যালরি থাকে। যদি বেশি পরিমাণে এটি খেয়ে ফেলেন, তবু বেশি পরিমাণে ক্যালরি খাওয়া হবে না। এতে থাকা ফাইবার হজমপ্রক্রিয়া ধীর করে এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে, যা দিনে ক্যালরি গ্রহণ কমাতে সাহায্য করে। এতে প্রচুর জল থাকায় (৯২ শতাংশ) এটি শরীরকে আর্দ্র রাখে এবং কম ক্যালরিযুক্ত খাবার হওয়ায় ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। কোলিনের ভালো উৎস ফুলকপির অন্যতম উপাদান হলো কোলিন। ১০৭ গ্রাম ফুলকপিতে প্রায় ৪৪ মিলিগ্রাম কোলিন থাকে। ফুলকপি নারীদের দৈনিক প্রয়োজনের প্রায় ১০ শতাংশ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রায় ৮ শতাংশ পূরণ করে। এটি ডিএনএ সংশ্লেষণ ও মেটাবলিজম উন্নত করে। মস্তিষ্কের বিকাশ ও স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এটি। লিভারে কোলেস্টেরল জমা হওয়াও প্রতিরোধ করে এটি। গবেষণায় দেখা গেছে, কোলিনের ঘাটতি লিভারের রোগ এবং স্নায়বিক ব্যাধি, যেমন আলঝেইমারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

শীতে কতটা জল খাবেন

গরমকালে পর্যাপ্ত জল খাওয়া নিয়ে যতটা ভাবেন, শীতে হয়তো ততটা ভাবেন না। জগ বা কোনো পাত্রে ঢেলে রাখা জল শীতের সময়টায় একটু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার কারণে জল খাওয়ার প্রবণতা কমে আসতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, এই সময় জল খাওয়ার তাগিদ খুব একটা অনুভূত হয় না। তবে শীতেও হতে পারে জলশূন্যতা।

দেহের কোষের একটা বড় অংশই তো জল দিয়ে তৈরি। জলশূন্যতা হলে দেহের ভেতর চলমান প্রক্রিয়াগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গরমের সময় ঘাম বেশি হলে জল বেশি খেতে হয়, সে অনুযায়ী জলের হিসাবটা হয়তো মোটামুটিভাবে ধারণা করে নেন আপনি। কিন্তু শীতের সময় ব্যাপারটা তেমন নয়। তাহলে কতটা জল খাবেন শীতে? একজনের রোজ ঠিক কতটা জল প্রয়োজন হবে, সেটি তাঁর বয়স, কাজের ধরন, দেহের গড়ন প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। তাই ধরাবাঁধা একটা পরিমাপ বলে দেওয়ার সুযোগ নেই। শ্বাসপ্রশ্বাস ও ত্বকের মাধ্যমে রোজ বেশ খানিকটা জল বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। তাই কেবল ঘাম আর প্রস্রাবের পরিমাণ দিয়ে বোঝার উপায় নেই আপনার ঠিক কতটা জল প্রয়োজন। দেহের চাহিদা অনুযায়ী আপনি জল খাচ্ছেন কি না, তা বোঝার কিছু উপায় রয়েছে। এসব বিষয় জানা থাকলে আপনি নিজেই ধারণা করতে পারবেন, জলের পরিমাণ বাড়াতে হবে কি না। এমনটাই বলছিলেন ধানমন্ডির পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মেডিসিন কনসালট্যান্ট ডা. সাইফ হোসেন খান।

খেয়াল রাখুন প্রস্রাবের রং

প্রস্রাব করার সময় রং খেয়াল করুন। হালকা হলদে বা খড়ের মতো রং স্বাভাবিক। গাঢ় রঙের প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া কিংবা ঘন প্রস্রাব হওয়ার অর্থ আপনি জলশূন্যতায় ভুগছেন। আবার প্রস্রাব যদি একেবারে জলের মতো স্বচ্ছ হয় এবং পরিমাণে অনেক বেশি হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যায়, আপনি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জল খাচ্ছেন। ত্বকের শুষ্কতাও জলশূন্যতার লক্ষণ শীতের আবহাওয়ায় ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়তেই পারে। এ সময় এভাবে ত্বক শুষ্ক হওয়ার অর্থ হলো ত্বকের জল বেরিয়ে মিশে যাচ্ছে পরিবেশে। কাজেই ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়লে কিংবা ঠোঁট ফেটে গেলে ঠিকভাবে জল খাওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিন।

দেহে আরও কিছু পরিবর্তন

মুখ বা গলার ভেতরটা শুকিয়ে যাওয়াও জলশূন্যতার লক্ষণ। আবার জলের অভাবে কারও কারও মাথাব্যথা হতে পারে। তেমন কোনো কারণ না থাকলেও ক্লান্ত লাগতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে চোখ বসে যেতে পারে পানিশূন্যতার কারণে।

এই শীতে কখন, কীভাবে জল খাবেন আপনার হয়তো জল খেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু বুঝতে পারছেন, জলের খাওয়ার পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। এমন পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত জল খাওয়া নিশ্চিত করতে আপনি কিছু বিষয় অনুসরণ করতে পারেন উষ্ণ জল কিংবা পানীয় খেতে পারেন। তবে চা-কফিজাতীয় পানীয় খেলে প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ে, তাই এগুলো পানীয় হলেও দেহের জলের চাহিদা মেটাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে না। জল বা পানীয় উষ্ণ রাখার জন্য বিশেষ ধরনের ফ্লাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। স্বাদে ভিন্নতা আনতে ডিটক্স ওয়াটার খেতে পারেন দিনের শুরুতে এক-আধগ্লাস জল খেয়ে নিতে পারেন। কাজের জায়গায় জলের পাত্র কাছে রাখুন। বেশ খানিকক্ষণ কাজ করার পর একটু পানি খেতে পারেন। নানা রকম স্যুপ খেতে পারেন এই শীতে। এই তরল খাবার পানির চাহিদা মেটাতে দারুণ কাজে দেবে।

ওষুধের থেকেও দেবে বেশি উপকার : যোগা

আর্থাইটিসের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। বয়স ৩০ ছুঁতেই এখন অনেকের শরীরে আর্থাইটিসের লক্ষণ দেখা যায়। আসলে যে কোনও বয়সে আর্থাইটিস দেখা দিতে পারে। এর জন্য ব্যথার ওষুধ থাকলেও অনেক সময় তাতেও আরাম পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ব্যথার অন্যতম কারণ হল ফিট না থাকা। ফলে নিয়মিত ব্যায়াম করলে এই ব্যথা এড়ানো যায়। এমনকি নিয়মিত ব্যায়াম করলে দীর্ঘদিনের ব্যথা কমেও যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যায়াম শুধু গাঁটের ব্যথা কমায় না, পেটের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে। কোনও রোগ না থাকলেও অনেকে হজমের গন্ডগোলে ভোগেন। ব্যায়ামের ফলে সেই সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। ক্রনিক রোগ কিছু নির্দিষ্ট অভ্যাসের কারণে হয়। যোগ ব্যায়াম করলে সেই ক্রনিক রোগও সহজে কাবু করতে পারে না। এক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি যোগাই দেবে আরাম। দেখে নিন আর্থাইটিসের ব্যথা কমাতে নিয়মিত কোন যোগাসনগুলি করবেন।

ত্রিকোণাসন -ঃ ত্রিকোণাসন যোগা করার জন্য প্রথমে দু'টি পা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। হাত দু'টি দু'পাশে লম্বা করে দিন। এ বার বাঁ পাশে শরীরকে বেঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুলকে স্পর্শ করুন। ডান হাতটি উপরের দিকে একেবারে সোজা করে রাখতে হবে। হাঁটু দু'টি ভাঙা চলবে না। এ ভাবে দশ অবধি গুনুন। এ বার দু'টি হাত না ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়ান। একই ভাবে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। ৩ বার এই আসনটি করুন।

ট্রায়াঙ্গল পোজ -ঃ ট্রায়াঙ্গল পোজ আর্থাইটিসের ব্যথা কমায়। এই ব্যায়ামের দু'পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়ে এক পায়ের পাতা ধরার চেষ্টা করতে হয়। এই সময় অন্য হাতটি সোজা উপরের দিকে তাক করা থাকে। ট্রায়াঙ্গল পোজ কোমর ও নিতম্ব অংশের ব্যথা সারাতে সাহায্য করে। এছাড়া মেরুদন্ডও মজবুত করে।

পশ্চিমমোত্তানাসন যোগা

পশ্চিমমোত্তানাসন যোগা করতে সবার প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে দু'হাত মাথার দু'পাশে উপরের দিকে রাখুন। পা দু'টি এক সঙ্গে জোড়া রাখুন। এ বার আস্তে আস্তে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করুন। কপাল দু'পায়ে ঠেকান। হাঁটু ভাঁজ না করে পেট ও বুক ঊরুতে ঠেকান। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে থাকার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন।

ওয়ারিয়র টু পোজঃ- এই পোজে এক পা সামনে একটি পদক্ষেপের মতো এগিয়ে দিতে হয়। পিছনের পা যতটা সম্ভব পিছনে রেখে এক হাত সামনের দিকে ও আরেক হাত পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে। এই ব্যায়াম পেটের অঙ্গগুলোকে ভালো রাখে। পাশাপাশি শরীরের ভারসাম্যও সুষ্ঠু রাখে।

শলভাসন ঃ- শলভাসন করার জন্য উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার আপনার থুতনি মাটিতে স্পর্শ করান। পা দু'টি টানটান করে গোড়ালি দু'টিকে স্পর্শ করান। হাতের পাতা উল্টো করে ঊরুর নীচে রাখুন। এ বার প্রথমে বাঁ পা সোজা করে সামান্য উপরের দিকে তুলে ৫ অবধি গুনুন এবং নামিয়ে নিন। একই ভাবে ডান পা-টি উপরের দিকে তুলে নামিয়ে আনুন। এ বার দু'টি পা একসঙ্গে উপরের দিকে তুলুন। দশ অবধি গুনে পা দু'টি নীচে নামিয়ে আনুন। পর পর ৩ বার আসনটি করুন। স্নায়ু এবং মাংসপেশিকে সচল রাখতে সাহায্য করে এই আসন।

ব্রিজ পোজ ঃ- ব্রিজ পোজে মাটিতে শুয়ে পা ভাঁজ করে পেটের অংশ উপরের দিকে ওঠাতে হয়। এই অবস্থায় দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের পাতা ধরার চেষ্টা করতে হবে। এই পোজে ঘাড়, গলা, হাঁটু ও বুকের পেশি শক্ত হয়। পাশাপাশি এই অঙ্গগুলোর ব্যথাও কমে।

প্রসঙ্গত,যে কোনও বয়সে আর্থাইটিস দেখা দিতে পারে। আর্থাইটিসের ব্যথা কমানোর জন্য ওষুধ তো রয়েছেই। তবে নিয়মমাফিক জীবনযাপন করাটাও অত্যন্ত জরুরি। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আর্থাইটিসের লক্ষণ দেখা দিলেই খাওয়াদাওয়ায় আনতে হবে বদল। বাইরের তেল-মশলাদার খাবার একেবারেই খাওয়া বন্ধ করতে হবে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাও সমান জরুরি। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, আর্থাইটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়ম করে শরীরচর্চা করা খুব দরকার।

মটরশুঁটি পোলাও

উপকরণ- ঘি ২ টেবিল চামচ, পোলাওয়ের চাল ১ কেজি, মটরশুঁটি ২ কাপ, তেল আধা কাপ, ঘি আধা কাপ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদাবাটা ২ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, দারুচিনি ৬ টুকরা, এলাচি ৬টি, লবঙ্গ ৮টি, তেজপাতা ২টি, লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ, দুধ ১ কাপ, চিনি ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ৮-১০টি, লবণ পরিমাণমতো, গরম জল ৬ বা ৭ কাপ। প্রণালি- চাল ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। সামান্য লবণ দিয়ে মটরশুঁটি হালকা ভেজে নিতে হবে। তেল আর ঘি গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। আদাবাটা, রসুনবাটা, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, তেজপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে চাল দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ ভেজে গরম জল, লবণ ও লেবুর রস দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করতে হবে। জল কমে এলে দুধ ও চিনি দিয়ে দমে দিন। কয়েক মিনিট পর মটরশুঁটি, কাঁচা মরিচ ও কিছুটা বেরেস্তা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ দমে রেখে পরিবেশন করুন।

লাল নাকি কাঁচা টমেটো, কোনটি বেশি ভালো

বাজারে লাল ও কাঁচাদুই ধরনের টমেটোই এখন দেখা যাচ্ছে। টমেটো মূলত শীতের সবজি হলেও এখন সারা বছরই 'লাল বাবু'কে অর্থাৎ লাল টমেটো চোখে পড়ে। তবে শীতের সময়ই সবুজ বা কাঁচা টমেটো পাওয়া যায়। লাল ও কাঁচা টমেটোদুটোই বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ, তবে গুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতায় কিছুটা ভিন্নতা আছে। কাঁচা টমেটোর পুষ্টি - ভটামিন সি- কাঁচা টমেটোতে ভিটামিন সি বেশি থাকে, যা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় এবং ত্বক ও হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। পটাশিয়াম ও ফলেট পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক আর ফলেট কোষ বৃদ্ধিতে ও গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ। লাইকোপিন- প্রাকৃতিক অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট লাইকোপিন কোষের বিভাজন সঠিকভাবে হতে সাহায্য করে এবং ক্যানসার প্রতিরোধ করে। ফাইবার- কাঁচা টমেটোতে প্রচুর ফাইবার থাকে, যা হজমশক্তি উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তবে কাঁচা টমেটোতে সোলানাইন নামক রাসায়নিক থাকতে পারে, যা বেশি পরিমাণে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। লাল টমেটোর পুষ্টিগুণ লাইকোপিন- লাল টমেটো লাইকোপিনে ভরপুর, যা প্রোস্টেট, কোলন এবং পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। এটি সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বক রক্ষা করতেও সহায়ক। ভিটামিন এ ও কে- ভিটামিন এ ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে আর ভিটামিন কে হাড় মজবুত করে। হাড়ের টিস্যু পুনর্গঠনে সহায়তা করে। পটাশিয়াম ও ভিটামিন বি- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ও কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। রান্নার প্রভাব- লাল টমেটো রান্নার সময় কিছু ভিটামিন (যেমন ভিটামিন সি) হ্রাস পায়, তবে লাইকোপিনের পরিমাণ বাড়ে। লাল ও কাঁচা টমেটোর তুলনা লাইকোপিন লাল টমেটোতে লাইকোপিন বেশি, যা ক্যানসার ও হৃদ্রোগ প্রতিরোধে কার্যকর। ভিটামিন সি- কাঁচা টমেটোতে ভিটামিন সি বেশি, যা ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করে।

সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

মণিপুরে ১ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ তিনজন গ্রেফতার, টেংনোপাল থেকে উদ্ধার

টেংনোপাল, ১২ জানুয়ারি : মণিপুরের টেংনোপাল জেলা থেকে তিনজন সন্দেহভাজন মাদক চোরাচালানকারীকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী, পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ৫.৮৯ কিলোগ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটগুলির বাজার মূল্য ১ কোটি টাকারও বেশি, যা মাদক চোরাচালানকারীদের বড় ধরনের প্রচেষ্টা প্রকাশ করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই গ্রেফতারি অভিযানটি টেংনোপাল পুলিশ স্টেশনের এলাকা থেকে একটি গাড়ি চেকপোস্টে অভিযান চালিয়ে করা হয়, যেখানে যাত্রীরা সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আটক হন।

গ্রেফতার হওয়া তিন ব্যক্তির নাম হচ্ছে, জেমস বাইটে (২৮), হাটনেইকিম বাইটে (৫০) এবং ডেভিড টি মাতে (৪১)। উদ্ধার করা ইয়াবা ট্যাবলেটের পরিমাণ এবং তার বাজারমূল্য থেকে ধারণা করা হচ্ছে, এটি সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক পাচারের একটি বড় চেষ্টা ছিল। থাই ভাষায় 'ইয়াবা' অর্থ 'পাগল করা ওষুধ', যা মেথঅ্যামফেটামিনের একটি ট্যাবলেট রূপ এবং একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী উত্তেজক পদার্থ হিসেবে পরিচিত। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই মাদকটি পূর্ব এশিয়ায় সৈন্যদের কর্মক্ষমতা বাড়াতে প্রথম চালু করা হয়েছিল এবং তারপর থেকে এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাধিক দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

পুলিশ জানিয়েছে, এখনো এই মাদক চালানটির উৎস অনুসন্ধান করা হচ্ছে এবং তদন্ত চলছে, যাতে মণিপুরের এই সীমান্ত এলাকায় বৃহত্তর সীমান্ত মাদক চোরাচালান চক্রের সঙ্গে সম্পর্কের কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

ডিএমকে সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের গৃহবন্দী করার অভিযোগ, বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা

চেন্নাই, ১২ জানুয়ারি: তামিলনাড়ুতে মাধ্যমিক গ্রেড শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয় প্রতিবাদে ডিএমকে সরকার তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। ডিএমকে সরকারের ২০২১ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, সমান কাজের জন্য সমান মজুরি বাস্তবায়ন করার দাবিতে শিক্ষকেরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে, চেন্নাইয়ে কয়েকজন শিক্ষকদের গৃহবন্দী করার অভিযোগ উঠেছে। মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলন ১৭তম দিনে: তামিলনাড়ুর শিক্ষকরা গত ১৭ দিন ধরে তাদের দাবি জানিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। তারা ডিএমকের ২০২১ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নং ৩১১ বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন করছে, যাতে 'সমান কাজের জন্য সমান মজুরি' নিশ্চিত করা হয়।

সোমবার, অন্তত আটজন রাজ্যস্তরের শিক্ষক নেতা গৃহবন্দী হন। গৃহবন্দী শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ইন্টারমিডিয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রেক্স আনন্দকুমার, রবার্ট, কন্নানসহ অন্যান্য নেতারা। তাদের মোবাইল ফোন ছিনতাই করে যোগাযোগের সুযোগও বন্ধ করে দেয় পুলিশ।

এ বিষয়ে বিরোধী দল এআইএডিএমকে''র সাধারণ সম্পাদক এবং বিরোধী নেতা এডাপ্পাদি কে. পালানিস্বামী তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, ডিএমকে সরকার শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ দমন করার পরিবর্তে সংলাপের মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করা উচিত ছিল। পালানিস্বামী বলেন, 'এই ধরনের কর্মকাণ্ড অযৌক্তিক এবং স্বৈরাচারী। এটি সরকারের অক্ষমতাকে তুলে ধরে।' পালানিস্বামী আরও বলেন, শিক্ষকরা যে দাবি তুলছেন তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দাবি করছে। তিনি বলেন, 'শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করা এবং তাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া সরকারের স্বৈরাচারী চেহারা প্রদর্শন করে।'

তিনি ডিএমকে সরকারকে শিক্ষক নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার এবং তাদের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধার করার আহ্বান জানান।

পালানিস্বামী বলেন, 'তামিলনাড়ুবাসী মনে রাখবে কিভাবে একটি সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবির প্রতিবাদ করার জন্য পুলিশি দমন-পীড়ন চালানো হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি—জার্মান চ্যান্সেলর মের্জ বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারে আলোচনা

গান্ধীনগর, ১২ জানুয়ারী: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দির কনভেনশন সেন্টারে জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্জরে সঙ্গে প্রতিনিধি-পর্যায়ের বৈঠক করেন। বৈঠকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ থেকে শুরু করে প্রযুক্তি, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তাসহ একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর করার বিষয়ে আলোচনা হয়। চ্যান্সেলর মের্জরে এটি ভারত সফরের প্রথম সরকারি সফর। এই সফর এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন ভারত---জার্মানি কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর এবং ভারত---জার্মানি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপের ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। বৈঠকে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় দুই নেতা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্কিলিং ও মবিলিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদারের উপায় নিয়ে মতবিনিময় করেন। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও গবেষণা, সবুজ ও টেকসই উন্নয়ন এবং জনগণ-থেকে-জনগণ যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিভিন্ন ইস্যুতেও মতবিনিময় করেন তাঁরা। এর আগে দিনের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী মোদি চ্যান্সেলর মের্জকে সবরমতী আশ্রমে স্বাগত জানান। সেখানে দুই নেতা মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং তাঁর জীবন ও আদর্শ নিয়ে আয়োজিত প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। জার্মান চ্যান্সেলর আশ্রমের দর্শনার্থী বইতেও স্বাক্ষর করেন।

এরপর প্রধানমন্ত্রী ও চ্যান্সেলর যৌথভাবে সবরমতী রিভারফ্রন্টে আন্তর্জাতিক ঘুড়ি উৎসবের উদ্বোধন করেন। ঐতিহ্যবাহী গুজরাটি ওড়না পরিয়ে তাঁদের উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়। লোকসংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে উৎসবের রঙিন আবহ তৈরি হয়। উত্তরায়ণের আনন্দে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও চ্যান্সেলর মের্জ ঘুড়ি ওড়ান। প্রধানমন্ত্রী একটি বিশেষভাবে নকশা করা ঘুড়ি ওড়ান, যাতে লেখা ছিল "ভারত — বসুধৈব কুটুম্বকম"।

রিভারফ্রন্ট জুড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভারত ও জার্মানির পতাকা হাতে উপস্থিত ছিলেন, যা দুই দেশের জনগণের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্কের প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ঘুড়ি উৎসবের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ও ঐতিহ্য সম্পর্কে চ্যান্সেলর মের্জকে ব্যাখ্যা করতেও দেখা যায়। বিদেশ মন্ত্রকের (এমইএ) মতে, চ্যান্সেলর মের্জরে এই ভারত সফর নিয়মিত উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগের ধারাবাহিকতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই সফরের মাধ্যমে ভারত ও জার্মানির ভবিষ্যতমুখী অংশীদারিত্বের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্ব্যক্ত হবে, যা দুই দেশের পাশাপাশি বিশ্ব সমাজের জন্যও ইতিবাচক অবদান রাখবে।

প্রফুল প্যাটেল: 'আমরা মহাযুক্তির সাথে থাকব' শারদ পাওয়ারের সাথে জোটের মধ্যে এনসিপির অবস্থান

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি: মহারাষ্ট্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুক্তির সাথে এনসিপি থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) নেতা প্রফুল প্যাটেল। তাঁর এই মন্তব্য আসে, যখন দিন কয়েক আগে রাজ্য সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার এবং রাজ্যসভার সাংসদ শারদ পাওয়ার নেতৃত্বাধীন দুই এনসিপি গোষ্ঠী পৌরসভা নির্বাচনে মিউনিসিপাল নির্বাচন নিয়ে একে অপরের সাথে জোট গঠন করেছে। এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে পুনে, পিম্প্রি-চিঞ্চওয়াড় এবং পারভানির পৌরসভাগুলি।

প্রফুল প্যাটেল মুম্বাইয়ে এনডিটিভির 'পাওয়ার প্লে' ইভেন্টে বলেছেন, 'যতদূর কেন্দ্র সরকার এবং মহারাষ্ট্র বিধানসভা সম্পর্কিত বিষয়, আমরা মহাযুক্তিতে আছি এবং ভবিষ্যতেও মহাযুক্তির সাথে থাকব। মহারাষ্ট্রে আমরা (মুখ্যমন্ত্রী) দেবেন্দ্র ফডনবিসের নেতৃত্বে কাজ করব, এবং দিল্লিতে (প্রধানমন্ত্রী) নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কাজ করব।'

এনসিপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো ধরনের পুনর্মিলন ঘটতে পারে কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে প্যাটেল বলেন, 'আমি কিছু কাল্পনিক বলব না। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা আলাদা। আমাদের দল এনডিএ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স)-এ রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, শারদ পওয়ার নেতৃত্বাধীন এনসিপির (এসপি) বিবৃতিগুলি নরেন্দ্র মোদি বা বর্তমান সরকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যখন সেটা হয়, তখন তাদের সাথে কথা বলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আমাদের অভিমুখ পরিবর্তিত হবে না।'

এনসিপি, যা ১৯৯৯ সালে শারদ পওয়ার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ২০২৩ সালে বিভক্ত হয়, যখন শারদ পওয়ার এর ভাতিজা অজিত পওয়ার দলকে এনডিএ-তে যুক্ত করতে এবং বিজেপির সাথে জোট গঠন করতে প্রস্তাব দেন। অজিত পওয়ার বিজেপি এবং একনাথ শিন্ডে শিব সেনার সাথে জোট গঠন করেন, আর শারদ পওয়ার কংগ্রেস এবং উদ্ধব ঠাকরে শিব সেনা (ইউবিটি) এর সঙ্গে বিরোধী শিবিরে থেকে যান।

এই বিভাজন সম্পর্কে প্যাটেল বলেন, 'আমরা কখনও শারদ পওয়ার সাহেবকে ছেড়ে এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার কথা ভাবিনি। তিনি এবং সুপ্রিয়া সুলে সেই সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু কোথাও তাদের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আসে, আর সেই কারণেই আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছি, এবং এই পথ পরিবর্তন করার কোনো ইচ্ছে নেই। যদি কেউ আসতে চায়, তবে সেটা তাদের উপর নির্ভর করবে।'

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/EE/PWD(R&B)/AMB/2025-26 Dt. 08-01-2026

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl No.	Name of work	Estimated Cost (In Rs)	Earnest Money (In Rs)	Time for Completion
1	DNIT No. 24/EE/PWD(R&B)/AMB/2025-26	17,04,737.00	34,095.00	90(Ninety) Days

Date of publishing of bid: Date 09/01/2026
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 15/01/2026
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 15/01/2026
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; Appropriate Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

(Er. Bhrigu Debbarma)
Executive Engineer
Ambassa Division,

ICA/C-3813/26

Press Notice Inviting e-Tender No: 13/EE/AGRI/WEST-II/2025-26

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), West Division-II, Mohanpur, West Tripura invites online percentage rate e-Tender (PWD Form-7) from the eligible contractors registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/other state PWD for the following works -

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	EMD
1	Construction of market stall at Sankhola, under Khowai District./SH- Construction of Approach road along with side wall at Sankhola market complex. DNIeT No: 17/EE/WEST-11/2025-26	6,57,017.00	13,140.00
2	Agri. Development Research Cum Training Centre with IT facilities at Padmabil under Khowai District/ SH- Installation of 1(one) No. SBDTW (150 m X 100 mm dia nominal bore) with submersible pump set having capacity 2HP/ Site Development. DNIeT No: 18/EE/WEST-11/2025-26	7,09,148.00	14,183.00
3	CONSTRUCTION OF MARKET AT KALAGACHIYA UNDER MOHANPUR AGRI. SUB-DIVISION, WEST TRIPURA DISTRICT. / SH: PROVIDING INTERNAL ELECTRIFICATION. DNIeT No: 19/EE/WEST-11/2025-26	8,18,885.00	16,378.00
4	CONSTRUCTION OF MARKET STALLS NEAR HIGHWAY UNDER MOHANPUR AGRI. SUB- DIVISION. / SH: PROVIDING INTERNAL ELECTRIFICATION (TOTAL-02 UNITS). DNIeT No: 20/EE/WEST-11/2025-26	3,69,426.00	7,389.00
5	Setting up of New Agri. Development Research Cum Training Centre with IT Facilities at Bamutia under Mohanpur Agri. Sub-Division, West Tripura. / S.H: Providing Internal Electrification. DNIeT No: 21/EE/WEST-11/2025-26 Setting up of New Agri. Development Research Cum Training Centre with IT	9,89,142.00 9,89,142.00	19,783.00 19,783.00
6	Facilities at Hezamara under Mohanpur Agri. Sub-Division, West Tripura. / S.H: Providing Internal Electrification. DNIeT No: 22/EE/WEST-11/2025-26 Setting up of New Agri. Development Research Cum Training Centre with IT		
7	Facilities at Padmabil under Khowai Agri Sub-Division, Khowai Tripura. / S.H: Providing Internal Electrification. DNIeT No: 23/EE/WEST-11/2025-26	9,89,142.00	19,783.00
8	CONSTRUCTION OF MARKET STALLS AT OIRAN CHOWMUHANI UNDER MOHANPUR AGRI. SUB-DIVISION. / SH: PROVIDING INTERNAL ELECTRIFICATION DNIeT No: 24/EE/WEST-11/2025-26	10,31,767.00	20,635.00

Last date of bidding of tender on 15.01.2026 upto 04:00 P.M and will be open on 16.01.2026 at 12:00 P.M (if possible). For details please visit https://tripuratenders.gov.inor contact at mobile no. 9774141320 for clarification. If any subsequent corrigendum will be available at the website only.

For & on behalf of the Governor of Tripura

[Er. Bireswar Debbarma]
Executive Engineer (Agri)
Agri. Engg., West Div-II
Mohanpur, West Tripura

ICA/C-3801/26

PNIT NO: -47/EE/RD/SNMD/2025-26, Dt. 08/01/2026

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 15/01/2026 for 3 (Three) nos. Construction work amounting to Rs 96,98,049.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Sonamura (Dhanpur) Division
M: 8974406541

ICA/C-3805/26

Government of Tripura
Department of Information
& Cultural Affairs (Branch: Tripura Film and Television Institute)

Date: 12th January, 2026.

Notification

Tripura Film and Television Institute (TFTI) will organize a five day short Film Appreciation Course in the last week of January / 1st week of February, 2026. The course will be intended for individuals who wish to initiate a deeper understanding of the art of cinemaas well as those aspiring to become future film professionals.

In this regard, the interested individuals are requested to submit application with valid photo identity proof to the Register, TFTI on the working days within the period of 13th January, 2026 to 21st January, 2026. The interested individual may also submit application for participation in such course through mail tfti.icatripura@gmail.com within 5.00 PM of 21st January, 2026.

Director
Information & Cultural Affairs

ICA/D-1771/26

আমন্ত্রন পত্র

চাকমাঘাট পৌষ সংক্রান্তি মেলা - ২০২৬ইং

চাকমাঘাট, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই ত্রিপুরা।

১৩-১৪ই জানুয়ারী ২০২৬ইং,

শুভ উদ্বোধন ঃ ১৩ই জানুয়ারী ২০২৬ইং, বিকাল ৪ ঘটিকা।

এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিতি থাকবেন ঃ-

উদ্বোধক ঃ শ্রীযুক্ত বিকাশ দেববর্মা, মাননীয় মন্ত্রী, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

সম্মানিত অতিথি ঃ শ্রীমতি অপর্ণা সিংহ রায়, মাননীয়া সভাধিপতি, খোয়াই জেলা পরিষদ।
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, মাননীয় সহকারী-সভাধিপতি, খোয়াই জেলা পরিষদ।
শ্রীযুক্ত রূপক সরকার, মাননীয় চেয়ারম্যান, তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদ।
শ্রীযুক্ত ভানলাল রাংখল, মাননীয় চেয়ারম্যান, তেলিয়ামুড়া বি.এ.সি।
শ্রীযুক্ত সুনীল দেববর্মা, মাননীয় চেয়ারম্যান, মুঙ্গিয়াকামী বি.এ.সি।
শ্রীযুক্ত সোমেন গোপ, মাননীয় চেয়ারম্যান, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতি।
শ্রীযুক্ত নির্মল সূত্রধর, মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতি।

বিশেষ অতিথি ঃ শ্রীযুক্ত অভিজিৎ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সমাহর্তা, খোয়াই জেলা।
শ্রীযুক্ত জাস্টিন জোসেফ, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ আধিকারীক, খোয়াই জেলা।

সভাপতি ঃ শ্রীমতি দীপা দেব, মাননীয়া চেয়ারম্যান, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতি।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের সানুরাগ উপস্থিতি একান্ত ভাবে কামনা করি।

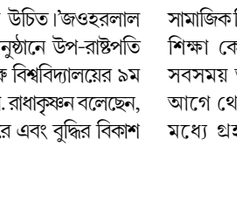

ধন্যবাদান্তে
শ্রী অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী
(মহকুমা শাসক)
তেলিয়ামুড়া মহকুমা
আহ্বায়ক
চাকমাঘাট পৌষ সংক্রান্তি মেলা-২০২৬
তেলিয়ামুড়া, খোয়াই ত্রিপুরা।

ICA/D-1764/26

হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে বিশ্নোই গ্যাংয়ের তিন সদস্য গ্রেফতার

হাওড়া, ১২ জানুয়ারি : কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিশ্নোই দলের তিন সদস্যকে হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পঞ্জাবের তিন দুষ্কৃতীকে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ আটক করেছে। ধৃতদের নাম করণ পাঠক, তরণদীপ সিংহ এবং আকাশদীপ সিংহ।

এই তিন জন পঞ্জাবের বাসিন্দা এবং দীর্ঘদিন ধরে পঞ্জাবের অপরাধী চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে, পঞ্জাবের কবাডি খেলোয়াড় রানাবালা চৌরের খুনের সঙ্গে এই তিন অভিযুক্তের নাম জড়িয়েছে। ওই খুনের পর থেকেই পঞ্জাব পুলিশ এসটিএফ তাদের খুঁজছিল।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, ১৫ ডিসেম্বর রানাবালা চৌরের খুনের পরে এই তিন অভিযুক্ত গ্যাংটক হয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসেন এবং গা ঢাকা দেন। তবে, পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, ধৃতরা হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে অন্য কোথাও পালানোর পরিকল্পনা করছিল। বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে খবর পেয়ে পঞ্জাব এসটিএফ হাওড়া সিটি পুলিশকে অবহিত করে। হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে বিশ্নোই গ্যাংয়ের তিন সদস্যকে চিহ্নিত করা হয় এবং গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশের তদন্তকারীরা নিশ্চিত করেছেন, ধৃতরা সকলেই কুখ্যাত বিশ্নোই গ্যাংয়ের সদস্য। বিশ্নোই গ্যাং, যেটি পঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসে ওয়ালা হত্যাকাণ্ড, সলমন খানকে হত্যার হুমকি, তোলাবাজি, চোরাকারবারি এবং চুক্তি হত্যা সহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়া, বিশ্নোই নিজে জেলে থাকার সত্ত্বেও তাঁর অপরাধ সাম্রাজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি কানাডাতে তাঁর গ্যাংয়ের সদস্যরা বিশিষ্ট লোকদের খুনের হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি গুলিও চালিয়েছেন। এমনকি কৌতুকশিল্পী কপিল শর্মাকেও খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁর ক্যাফেতে হামলা করা হয়েছে।র বিরুদ্ধে তদন্ত আরও জোরালো হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে পুলিশ।

জম্মু ও দিল্লিতে কুয়াশার প্রকোপ, পরিবহন ব্যবস্থা বিঘ্নিত

নয়াদিল্লী, ১২ জানুয়ারি: আজ সকালবেলা জম্মু শহর ও তার পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে ঘন কুয়াশার কারণে যানবাহনের গতি মন্থর হয়ে পড়ে এবং যাত্রীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হয়। আকাশবাণী জম্মু প্রতিনিধি জানিয়েছেন, কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়, যার ফলে সড়ক পরিবহনে বিঘ্ন ঘটেছে এবং চালকদের সাবধানে চলাচল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গতকাল জম্মু বিমানবন্দরে ৭টি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছিল, কারণ ঘন কুয়াশা ও কম দৃশ্যমানতার কারণে আকাশযান চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। এছাড়া, মৌসুমি আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে যে, জম্মু বিভাগের কিছু এলাকায় আজও ঘন কুয়াশা বিরাজ করতে পারে। আজ দিল্লি শহর শীতল আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে, যেখানে তাপমাত্রা দ্রুত নেমে আসে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের মতে, আজ সকালে দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পালামে ৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং লোধী রোডে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে, দিল্লি এবং এনসিআর অঞ্চলে আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ঘন কুয়াশা অব্যাহত থাকবে। এছাড়া, দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে অমৃতসরে, এরপর চুরু, রাজস্থান ১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে।

উপ-রাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন

নয়াদিল্লী, ১২ জানুয়ারি: উপ-রাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা আমাদের শিখিয়েছে আন্তরিক শক্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং নিঃস্বার্থ সেবার গুরুত্ব, যা একটি সার্থক জীবনের মূল স্তম্ভ।' তিনি আরও বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় গৌরবকে জাগ্রত করেছেন এবং যুবকদের মধ্যে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করার আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন।' উপ-রাষ্ট্রপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ আগামী প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে থাকবে।তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষার মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ অমিল কমানো, প্রান্তিক জনগণের ক্ষমতায়ন এবং দেশের প্রতিটি কোণে উন্নতি পৌঁছানো নিশ্চিত করা উচিত।'জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) ৯ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপ-রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন বলেন, নয়াদিল্লীতে আজ জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদানকালে উপ-রাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, 'শিক্ষা শুধু চরিত্র গঠনই নয়, এটি মনকে শক্তিশালী করে এবং বুদ্ধির বিকাশ ঘটায়।' তিনি ছাত্রদের দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধির জন্য কাজ করতে আহ্বান জানান।শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেশের যুবকদের ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে শক্তিশালী করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'আধুনিক এবং ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ একসাথে বিকশিত হওয়া উচিত।'উপরাষ্ট্রপতি ভারতের ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'ভারতের ইতিহাস সবসময়ই জ্ঞানের অনুসন্ধানকে প্রেরণা দিয়েছে।' তিনি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার আহ্বান জানান।শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এই উপলক্ষে বলেন, 'জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।' তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য উল্লেখ করে বলেন, 'জেএনইউ মানবিকতা, সামাজিক বিজ্ঞান, ভাষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মতো নানা বিষয়ে অগ্রগামী শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।' তিনি আরও জানান, 'জেএনইউ সবসময় তার সময়ের থেকে এগিয়ে ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় অনেক আগে থেকেই জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০২০ এর নীতিগুলি নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছে।'

বনমালীপুর যুব মোর্চার উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪তম জন্মদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: বনমালীপুর যুব মোর্চার উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪তম জন্মদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। জন্মদিবস উপলক্ষে আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বনমালীপুর মণ্ডল সভাপতি অরিন্দম দেব, রাজ্য যুব মোর্চার সহ-সভাপতি রানা ঘোষ সহ যুব মোর্চার অন্যান্য দলীয় কার্যকর্তারা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব মোর্চার নেতৃবৃন্দ জানান, স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে সারা রাজ্যেই যুব মোর্চার উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে রক্তদান শিবির সহ নানা সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, চিন্তাধারা ও দেশগঠনের আহ্বান আজও প্রাসঙ্গিক। যুব সমাজকে তাঁর মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ ও জাতির উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার চিকিৎসা ও আশ্রয়ের দাবিতে স্থানীয়দের আবেদন, এলাকা পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: এয়ারপোর্ট থানাধীন গান্ধীগ্রাম কাঠালতলী এলাকায় বসবাসকারী মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা নমিতা সরকারের সুস্থ বাসস্থান ও চিকিৎসার দাবিতে স্থানীয় জনগণ উদ্যোগী হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় থাকা ওই মহিলার কোনো স্থায়ী বাড়িঘর নেই বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তাঁর অবস্থার কারণে প্রতিবেশীদেরও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের দাবি, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নমিতা সরকারের সরকারি উদ্যোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক এবং তাকে কোনো একটি উপযুক্ত হোমে থাকার ব্যবস্থা করা হোক।

এলাকার জনগণের আবেদনে সাড়া দিয়ে বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে নমিতা সরকারের অবস্থান পরিদর্শন করেন স্থানীয় বিধায়ক নয়ন সরকার। পরিদর্শনের পর তিনি জানান, ইতিমধ্যেই বিষয়টি এয়ারপোর্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে, যেন নমিতা সরকারকে কোনো একটি হোমে রেখে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয়রা আশা প্রকাশ করেছেন, প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপে ওই মহিলার চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের পথ সুগম হবে।

সাব্রুমে আইনজীবীকে হুমকির অভিযোগে তীব্র উত্তেজনা, অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে বার অ্যাসোসিয়েশন

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: সাব্রুমে এক প্রবীণ আইনজীবীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্যের রাজনৈতিক ও আইনি মহল। অভিযুক্ত সাব্রুমের মহকুমা শাসক অভিজিৎ সিং যাদব-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এসডিএম কোর্ট ও দলিল সংক্রান্ত সমস্ত কাজ বয়কটের ডাক দিয়েছে সাব্রুম বার অ্যাসোসিয়েশন।

জানা গেছে, গত ৭ জানুয়ারি নগর পঞ্চায়েত ভবনে অবস্থিত অস্থায়ী কোর্ট রুমে একটি মামলার শুনানিকালেই এই বিতর্কিত ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগকারী প্রবীণ আইনজীবী রতন নাথ জানান, তাঁর দীর্ঘ ২২ বছরের পেশাগত জীবনে তিনি কখনও এ ধরনের অবমাননাকর আচরণের সম্মুখীন হননি।শুক্রবার সাব্রুম বার অ্যাসোসিয়েশনের এক জরুরি বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক অ্যাডভোকেট আপন দত্ত বলেন, বিচার ব্যবস্থার মর্যাদা রক্ষায় এই ঘটনার নিরপেক্ষ ও উচ্চপর্যায়ের তদন্ত অত্যন্ত জরুরি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগামীদিনে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি হয়ে উঠবে যুব সমাজ: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: আগামীদিনে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি হয়ে উঠবে যুব সমাজ। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই প্রতিভা রয়েছে। তাদের এই প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে সমাজের সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে শিশু মেলার মতো মঞ্চ সেই উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হচ্ছে।

আজ আগরতলার বড়দোয়ালির মধ্যপাড়ায় নব-অঙ্গীকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার ১৭তম বার্ষিক শিশু মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত রক্তদান ও যুব উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, যুব সমাজ হচ্ছে দেশের অন্যতম সমৃদ্ধ মানব সম্পদ। তারাই আগামীদিনে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি হয়ে উঠবে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুবসমাজকে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা, চেতনা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। তাই আজকের দিনে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও দেশপ্রেমের মনোভাব নিয়ে কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। স্বদেশী ও উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা নিয়ে দেশের উন্নয়নে যুবসমাজ এগিয়ে আসলেই দেশ আরও শক্তিশালী হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ”পরীক্ষা পে চর্চা” কর্মসূচির মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের সাথে সরাসরি মতবিনিময় করছেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষা কেন্দ্রগুলির হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ”নিউ ইন্ডিয়া” গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকারও ”নিউ ত্রিপুরা” গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের অর্থনীতিরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরার জিএসডিপি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। মাথাপিছু গড় আয়ের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। নীতি আয়োগের প্রকাশিত সূচকে ত্রিপুরা ফ্রন্ট রানার রাজ্য হিসেবে উন্নীত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে প্রশংসিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সমাজের সকল অংশের মানুষকে নেশার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর সম্পা সরকার চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক বি কে রায়, সমাজসেবী শ্যামল কুমার দেব, প্রাক্তন কাউন্সিলার জয়ন্ত চৌধুরী, নব অঙ্গীকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাপতি কিশোর মজুমদার, সম্পাদক দেবদাস বক্সি সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে এলাকার কয়েকজন যুবক-যুবতীকে সংবর্ধিতও করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবির পরিদর্শন করে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ।

নোনাছড়ায় ”মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান”-এর বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: রাজ্যের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে সম্প্রতি ধলাই জেলার গঙ্গানগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত নোনাছড়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে ”মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান”-এর অধীনে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির সম্পন্ন হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় অসংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দ্রুত রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এই শিবিরে স্থানীয় এলাকার মোট ১৩৭ জন মানুষ উপস্থিত হয়ে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। শিবিরের মূল আকর্ষণ ছিল অসংক্রামক ব্যাধি যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য জীবনধারা সম্পর্কিত রোগ নির্ণয়। অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জীবনদায়ী ওষুধ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় আরও বেশি উৎসাহিত করতে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীদের হাতে বিশেষ উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই অভিনব উদ্যোগটি স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

গঙ্গানগর পি.এইচ.সি.-র সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য আধিকারিকগণ জানিয়েছেন যে, 'মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান'-এর উদ্দেশ্য হলো সমাজের শেষ প্রান্তের মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। বিশেষ করে অসংক্রামক ব্যাধিগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে তা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

মহিলা কংগ্রেসকে আর প্রতীকী সংগঠন হিসেবে নয়, বরং তৃণমূল স্তরের একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে পুনর্গঠন করা হবে: অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদিকা লিংকিম হাওকিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে সোমবার কংগ্রেস ভবনে তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বানী ঘোষ চক্রবর্তী, যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও চিন্তাধারাকে স্মরণ করেই এই শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

এরপর মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক লিংকিম হাওকিপ। তিনি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে জানান, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন।

লিংকিম হাওকিপ বলেন, ত্রিপুরায় মহিলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক দিকনির্দেশনা স্পষ্ট করা এবং মোদী সরকারের নারী-বিরোধী ও দরিদ্র-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মহিলা কংগ্রেসের ভূমিকা জোরদার করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, মহিলা কংগ্রেসকে আর প্রতীকী সংগঠন হিসেবে নয়, বরং তৃণমূল স্তরের একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে পুনর্গঠন করা হবে।

তিনি আরও জানান, রাজ্য, জেলা, ব্লক ও বুথ স্তরে মহিলা কংগ্রেস কমিটি গঠন করে সেগুলিকে সক্রিয় করা হবে। পাশাপাশি উপজাতি মহিলা, গ্রামীণ মহিলা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য এবং প্রথমবার ভোটাধিকার প্রাপ্ত মহিলা ভোটারদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিংকিম হাওকিপ জানান, ত্রিপুরায় মহিলা কংগ্রেস জ্বালানি, এলপিজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, যুব সমাজের বেকারত্ব এবং নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদাএই বিষয়গুলিকে সামনে রেখে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে লিংকিম হাওকিপ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বানী দাস চক্রবর্তী, কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

সাব্রুম এমএমডি কলেজে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১২ জানুয়ারি: আজ সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত(এমএমডি) কলেজে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪ তম জন্মবার্ষিকী এবং ৪১তম জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতিবছর স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়ে আসছে।

এবছরের থিম: আত্মশক্তির জাগরণ ও বিশ্বব্যাপী ইতিবাচক প্রভাব, লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী গঠনমূলক প্রভাব তৈরির উপর জোর দেওয়া।

অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাব্রুমের সুনামধন্য অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট কবি দুলাল চক্রবর্তী, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসহ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। পৌরহিত্য করেন কলেজ অধ্যক্ষ ড: অনুপম গুহ। অতিথি শ্রী চক্রবর্তী বলেন আজকের এই দিবস স্মরণের মূল লক্ষ্য হল যুবকদের মধ্যে বিবেকানন্দের আদর্শ, আত্মবিশ্বাস ও দেশসেবার চেতনা জাগানো।

তিনি স্বামীজির আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করেন ও প্রকৃত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন। স্বামীজির জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করেন কলেজের বাংলা বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড: কমল আচার্য্য। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন কলেজ এলামনি এসোসিয়েসন সহ-সম্পাদক সজল নাথ।

অধ্যক্ষ ড: অনুপম গুহ বলেন বিবেকানন্দ ছিলেন এক মহান আধ্যাত্মিক নেতা ও চিন্তাবিদ, যিনি যুবকদের শক্তি, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি বলেন এবছরের থিম যুবকদের তাদের ভেতরের শক্তি আবিষ্কার করতে এবং আত্ম-বিকাশ ও দেশ গঠনে, সাথে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতায় উৎসাহিত করবে। অনুষ্ঠানের শুরুতে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা স্বদেশী সংকল্প দৌড়ে আংশগ্রহন করে। স্বাগত ও ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন ড: অরূপ পাটারী ও ড: দীপঙ্কর দেব।

রইস্যাবাড়ি ব্লকে মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি:রাজ্যের প্রান্তিক মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আজ ধলাই জেলার রইস্যাবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত তুইচাকমা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে ”মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান”-এর অধীনে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির ও সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

আজকের এই শিবিরে এলাকার মোট ৩৫ জন গ্রামবাসী উপস্থিত হয়ে সরাসরি চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। শিবিরে উপস্থিত প্রত্যেকের উচ্চ রক্তচাপ, সুগার এবং অন্যান্য অসংক্রামক ব্যাধি পরীক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় করে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আগত রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে।

কমলপুরের সাকাইবাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

মোকাবিলায় প্রশাসন সম্পূর্ণ তৎপর রয়েছে এবং আহতদের চিকিৎসায় কোনো ঘাটতি রাখা হবে না।দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় সাইকাবাড়ি বাজার এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও ভিড়ের সৃষ্টি হয়।

খোয়াইয়ে বিশ্ব

● প্রথম পাতার পর

বিএসএফ, পুলিশ ও সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এর জওয়ানরা নিরাপত্তার স্বার্থে পথ আটকান। সেখানেই নিরাপত্তারক্ষীদের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয় আন্দোলনকারীদের। যদিও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে। এরপর শান্তিপূর্ণভাবেই বিক্ষোভ কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

সামগ্রিকভাবে, খোয়াইয়ে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ মিছিল বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষার দাবিকে সামনে এনে নতুন করে রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে।

টমটম দুর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

যাওয়ার পথে। হঠাৎ করেই চালকের নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে টমটমটি পাল্টি খায়, যার ফলে যাত্রী ও চালক গুরুতর আহত হন। চালকের মাথায় দুটি শিলি লেগেছে।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন, রুপিনা দেববর্মা(২২), চিন্তা রানী দেববর্মা (৫৫), আইকা দেববর্মা(১ বছর), চালক প্রকাশ দেববর্মা(২৯) এবং বিশাল দেববর্মা (১৯)।

আহতদের দ্রুত কল্যাণপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, বর্তমানে চিকিৎসা চলছে। আহতদের বাড়ি কল্যাণপুর থানার অধিনস্ত এলাকায়। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনমনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

যুব সমাজকে দেশ

● প্রথম পাতার পর

প্রতিভা ও শক্তির বিকাশ ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত যুবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রতিদিনের কর্মসূচির মধ্যে স্বামীজীর আদর্শকে নিয়ে চলার মধ্যেই যুব দিবসের সার্থকতা। তাই স্বামীজীর আদর্শকে আমাদের অনুসরণ করার পাশাপাশি নিজেদের মূল্যায়ন করতে হবে। তিনি বলেন, যুবশক্তির সঠিক দিশা দেওয়ার মধ্য দিয়েই দেশের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়। যুব সমাজ হচ্ছে দেশের মূল শক্তি এবং এই শক্তির সর্ববৃহৎ ভান্ডার হচ্ছে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। মুখ্যমন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের কথা উল্লেখ করে আরও বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ”মানুষের সেবা করার মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বর সেবা”। তাই যুব সমাজকে শুধু শিক্ষায় শিক্ষিত হলে চলবে না মানুষের সেবায়, দেশের সেবায়, সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। তবেই আসবে মানব জীবনের সার্থকতা। আমাদের সবাইকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। সুশৃঙ্খল জীবনযাপন, মানুষের সেবা, প্রকৃত শিক্ষা, দেশ প্রেম নিয়ে চলার মধ্যেই যুব দিবসের মাহাত্ম্য।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের যুবশক্তির বিকাশে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে প্রযুক্তি, ডিজিটাল, উদ্ভাবনী, স্টার্টআপ, ক্রীড়া ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুব সমাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকারও যুব সমাজকে আত্মনির্ভর করে তুলতে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, স্টার্টআপ সহায়তা, যুব উদ্যোক্তা প্রকল্প, ক্রীড়া, শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ করে দিচ্ছে। ফলে ত্রিপুরা আজ সমস্ত ক্ষেত্রে এগিয়ে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী যুব সমাজের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে বলেন, স্বামীজি চেয়েছিলেন দেশে একটি সুস্থ ও শক্তিশালী যুব সমাজ গড়ে উঠুক। এরজন্য আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে হবে এবং কর্মঠ হতে হবে। তবেই আমরা ২০৪৭ এর বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্য সুদৃঢ় করে তুলতে পারবো। তিনি ১৬৩তম জাতীয় যুব দিবসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, অধিকর্তা এল. ডার্লং, মাই ভারত রাজ্য অধিকর্তা বিমল কুমার সাহা। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত এন.এস.এস. ও স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের স্বেচ্ছাসেবকদের, মুখ্যমন্ত্রী রা

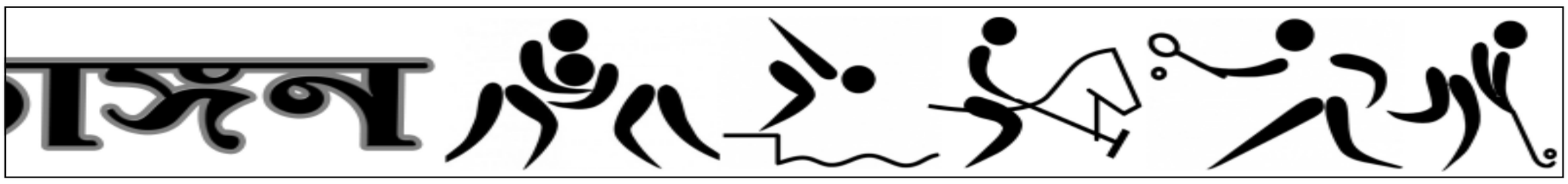

জাতীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরা ২০ দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় চমক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় ক্রিকেটে আবারও চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরা। ২০ দিন পেরোতে না পেরোতেই দ্বিতীয় চমক। এবার অনূর্ধ ১৫ মহিলাদের ক্রিকেটে প্লেট গ্রুপের খেলায় ত্রিপুরা দল চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করেছে। ২৩ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্যায়ের কোনও ক্রিকেটে ত্রিপুরা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, অনূর্ধ ১৯ মহিলাদের ক্রিকেটে প্লেট গ্রুপের খেলায়। এবার অনূর্ধ ১৫ বয়স ভিত্তিক মহিলা বিভাগে প্লেট গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন। এই চ্যাম্পিয়ন গৌরব অর্জনের সৌজন্যে ত্রিপুরা দল আগামী মরশুমে অনূর্ধ ১৫ বয়স ভিত্তিক মহিলা বিভাগেও এলিট গ্রুপে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নিয়েছে। বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ১৫ এক দিবসীয় ট্রফি প্লেট গ্রুপের ফাইনাল ম্যাচে ত্রিপুরা দল আজ, সোমবার ৯ উইকেটের ব্যবধানে মিজোরামকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করে নিয়েছে। যদিও লীগ পর্যায়ের খেলায় ত্রিপুরা দল মিজোরামকে ১০ উইকেটে পরাস্ত করেছিল। আজ, উত্তর গুয়াহাটির ফালাঙে আসাম ক্রিকেট একাডেমী গ্রাউন্ডে ফাইনাল ম্যাচের শুরুতে টস জিতে মিজোরাম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৪.২ ওভার খেলে ৫৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ত্রিপুরার ফুলেশ্বরী, অঙ্কিতাদের বোলিং দাপটে মিজোরামের ব্যাটার্সরা ব্যাট হাতে উইকেটে দাঁড়িয়ে থাকলেও তেমন রানের সন্ধান পায়নি। লালরুয়াথলুই এর ১৮ রান এবং অতিরিক্ত হিসেবে ১৭ রান ছাড়া অন্যদের ব্যাটে দুই অঙ্কের স্কোর আসেনি। ত্রিপুরার বোলার ফুলেশ্বরী দেবনাথ ১৬ রানে চারটি এবং অঙ্কিতা পাটারি ১৬ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। অনুষ্কা শীল পেয়েছে একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দলের দলনেত্রী অনুষ্কা শীল ব্যক্তিগত ২৯ রানে (দলীয় ৫১ রানের মাথায়) আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরলেও অস্মিতা রায় (অপরাজিত ২৩) ও অনুভা পালের (অপরাজিত ৪) জুটি দলকে জয় এনে দেয়, ১১.২ ওভার খেলে। এদিকে, ২০ দিনের মধ্যে পরপর দুটি জাতীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন খেতাবের সাফল্যে দারুন খুশি ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। আগামীকাল রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা আগরতলায় ফিরলে টিসিএ-র পক্ষ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে।

সংহতিকে ৫ উইকেটে হারিয়ে প্রথম জয় পেলো সোনামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন জয়। ৫ উইকেট এর ব্যবধানে। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে সোনামুড়া। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী সংহতিকে ৫ উইকেটের ব্যবধানে। প্রথম ম্যাচে দুই দলই প্রতিপক্ষের কাছে হেরে পয়েন্ট খুইয়েছিল। দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে সংহতিকে হারানোর লক্ষ্যে সোনামুড়া অনেকটাই এগিয়েছিল। জয়ের প্রয়োজনীয় ১১৬ রান সংগ্রহ করে নেয় আজ চার উইকেট হারিয়ে। সংহতির বোলার-রা তেমনভাবে জ্বলে উঠতে পারেনি বলে শেষ রক্ষা হয়নি। সোনামুড়া ৫ উইকেটে জয় ছিনিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার লক্ষ্যে আশা জিইয়ে রেখেছে। শনিবার থেকে শুরু হওয়া তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডের ম্যাচে সংহতির প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ৯১ রানের জবাবে সোনামুড়া ১৮৬ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করেছিল। ৯৫ রানে পিছিয়ে থেকে সংহতি দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দুইদিন মিলিয়ে ৭৭.১ ওভারে ২৫৯ রানে ইনিংস শেষ করলে, জয়ের লক্ষ্যে ১৬৫ রানের টার্গেট নিয়ে সোনামুড়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে এক উইকেট হারিয়ে ৪৯ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ তৃতীয় তথা অন্তিম দিনের প্রথম বেলার খেলায় ৩৩.২ ওভার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে আরও চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ব্যাটিংয়ে সোনামুড়ার শুভ প্রতীক দাসের ৬৬ রান, রায়হান আহমেদ আরমানের ৪৭ রান, মিনহাজ আহমেদের ৪২ রান, সংহতির নীল দেববর্মার ৫২ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে সোনামুড়ার রায়হান আহমেদ আরমান ২৯ রানে পাঁচটি উইকেট পেয়ে ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের নজির রেখে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। সংহতির নীল দেববর্মা ও উদিত দেব চারটি করে উইকেট পেয়েছিল।

ওপিসি-কে হারিয়ে পোলস্টারের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পোলস্টারের। তাও একই রকম ভাবে অর্থাৎ প্রথম ম্যাচের মতোই ইনিংস সহ এবার ৯৮ রানের ব্যবধানে। দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে পোলস্টার টুর্নামেন্টের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। প্রথম ম্যাচে পোলস্টার জিরানিয়া-কে ইনিংস সহ ১৪ রানের ব্যবধানে পরাজিত করেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে সম ভাবেই ইনিংস সহ ৯৮ রানের ব্যবধানে ওপিসি-কে পরাজিত করেছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে শনিবারে শুরু হওয়া ম্যাচে ওপিসি-র প্রথম ইনিংসের ৬২ রানের জবাবে পোলস্টার দুদিন মিলিয়ে খেলে ৩৪৩ রানে ইনিংস শেষ করলে দারুন লিড পায়। পক্ষান্তরে, ওল্ড প্লে সেন্টার ২৮১ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ৭৩.৫ ওভার খেলে ১৮৩ রানে দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলে পোলস্টার ইনিংস সহ ৯৮ রানে জয় পায়। পোলস্টার এর বিশাল শীলের ৫৪ রান এবং স্নেহাশীষ পালের ৮১ রান এবং বোলিংয়ে অনিরুদ্ধ পাল পাঁচ রানে ৫ উইকেট এবং বিশাল শীল ১২ রানে চার উইকেট দখল বেশ উল্লেখযোগ্য। বলে ব্যাটে দারুণ অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে বিশাল পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব। ওপিসি-র বেদব্রত বণিক এর ৬৭ রান এবং বোলিং-এ সুপ্রতিম মালীর ৯৬ রানে ৬ উইকেট দখল উল্লেখ করার মতো।

'ফুটবলের ডামাডোল প্রভাব ফেলবে আগামী প্রজন্মের উপর', ফেডারেশন নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন বাইচুং

অবশেষে আইএসএলের দিন ঘোষণা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী মাস থেকে দেশের সর্বোচ্চ লিগে বল গড়াবে। স্বস্তির হাওয়া দেশের ফুটবল মহলে। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক কিংবদন্তি ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া মনে করছেন এই মরশুমে যেভাবে ফেডারেশন দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজন করতে হিমশিম খাচ্ছে, তাতে এই ঘটনা আগামী প্রজন্মের ওপর খুবই নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। একইসঙ্গে তিনি মনে করছেন, এবারের লিগ কোনও রকমে আয়োজন করার ফলে আইএসএল নিয়ে আগের যা উন্মাদনা, তা থাকবে না। তবে কয়েক মাস বাদে ফেডারেশনের নির্বাচনের পর যে নতুন কমিটি আসবে, তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে আগামী পরিকল্পনা করতে হবে বলে মনে করছেন তিনি।

রবিবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে এই ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, "আইএসএল শুরু হচ্ছে আগামী মাস থেকে এটা ভালো খবর। তবে এই ফরম্যাটটা এক বছরের জন্য। তবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রাখতেই হবে। ফেডারেশনের নির্বাচনের পর যে কমিটি আসবে, তারা পরবর্তী দিক ঠিক করবে। আগের আইএসএলের মতো স্ট্যান্ডার্ড থাকবে না। একাধিক বিদেশি দল ছেড়ে চলে গিয়েছে। আগের মতো চার্ম থাকবে না। কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল ডার্বি না হলে, মহামেডান যদি কলকাতায় না খেলতে পারে সেটা সত্যি দুঃখজনক হবে। তবে এটা মাত্র একবছরের জন্য। এই পরিস্থিতি ফুটবলারদের কিছুটা হতাশ করে দিতে পারে। আগামী প্রজন্মের জন্য এই পরিস্থিতি একটা নেতিবাচক বিজ্ঞাপন।" কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের কলকাতার দুই প্রধানের নাম সঠিক উচ্চারণ করতে না পারাকেও ভালোভাবে দেখছেন না বাইচুং। তিনি বলেন, "খুবই দুঃখজনক। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দেশের আইকনিক ক্লাব। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান এগুলো শুধু ফুটবল ক্লাব নয়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও জড়িত রয়েছে এদের নাম। এটা সত্যি খুব দুঃখজনক ঘটনা।" বাইচুংয়ের পাশাপাশি আরেক প্রাক্তন ফুটবলার বিকাশ পাঁজিও আইএসএল আয়োজনের এই ব্যর্থতা প্রসঙ্গে সমালোচনা করেন ফেডারেশনের। তিনি বলেন, "আইএসএল যেটা হচ্ছে, সেটা একটা ফান ফুটবল। কত ফুটবলার ছেড়ে চলে যাচ্ছে দল ছেড়ে।" আরেক প্রাক্তন দীপেন্দু বিশ্বাস বলছেন, "আইএসএল হতেই হবে। না হলে ফিফা ব্যান করে দেবে। অন্য দেশের লিগে অনেকগুলো ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। তাই বলছি, যেভাবেই হোক এবারের লিগটা হোক। শুধু আইএসএল নয়, আই লিগও করতে হবে। খেলাটা শুরু হলে দলের জন্য ভালো।"

মেসি কাণ্ডের পর সল্টলেক স্টেডিয়ামের যথেষ্টই ক্ষতি হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আইএসএলের আগে যুবভারতীকে সংস্কার করে ফের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে। এমন পরিস্থিতিতে মোহনবাগান কোথায় খেলবে? মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলেন, "সল্টলেক স্টেডিয়াম আছে। আমরা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছি। না হলে মোহনবাগান মাঠ আছে, কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম আছে। ডার্বি ম্যাচ হলে অবশ্যই সল্টলেক স্টেডিয়ামে খেলতে হবে। বাকি ম্যাচগুলো নিয়ে আলোচনা চলছে। আমরা সময়মতো জানাব। আইএসএল হবে। সব সমস্যা মিটে যাবে।"

পন্থের চোটে উদাসীন গম্ভীর-শুভমন! সমালোচনায় বিদ্ধ ভারতীয় দলের কোচ এবং অধিনায়ক

অনুশীলনে চোট পেয়ে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ঋষভ পন্থ। আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে পন্থের মুখে ফুটে ওঠে যন্ত্রণার ছাপ। নেটের এক ধারে গিয়ে মাটিতে বসে পড়েন পন্থ। সে সময় কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক শুভমন গিলের ভূমিকা ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। চলছে সমালোচনা।শনিবার অনুশীলনে ডান দিকের কুঁচকিতে চোট পান উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। পন্থের পেশিতে টান লেগেছে। ডাক্তারি ভাষায় যার নাম 'অবলিক মাস্ল টিয়ার'। ঘটনার সময় পন্থকে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখেও কোচ এবং অধিনায়কের মধ্যে কোনও সক্রিয়তা দেখা যায়নি। সেই সময়ের ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, নেটের ধারে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন গম্ভীর এবং শুভমন। কেউই এগিয়ে আসেননি আহত পন্থের দিকে। তবে কাছে থাকা ভারতীয় দলের অন্য সাপোর্ট স্টাফ এবং ক্রিকেটারেরা ছুটে যান পন্থের কাছে। গম্ভীর এবং শুভমনের এই আচরণ অমানবিক বলে মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। এক জন লিখেছেন, "নির্লজ্জ।" আর এক জন লিখেছেন, "কোচ এবং অধিনায়কের কাছে এটা প্রত্যাশিত নয়। জঘন্য আচরণ।'

কমলপুরকে ইনিংসে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উদয়পুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত উদয়পুরের। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ইনিংস সহ ৪৩ রানের বিশাল ব্যবধানে শক্তিশালী কমলপুরকে হারিয়ে। প্রথম রাউন্ডের খেলায় উদয়পুর ৭৯ রানের ব্যবধানে ধর্মনগরকে পরাজিত করেছিল। টানা দ্বিতীয় জয়ের সুবাদে উদয়পুর যথারীতি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। শনিবারে খেলার প্রথম দিনে কমলপুরকে প্রথম ইনিংসে স্বল্প রানে থামিয়ে উদয়পুর বড় স্কোরের ব্যবধানে জয়ের লক্ষ্যে অনেকটাই প্রত্যাশা করছিল। দুদিন মিলিয়ে খেলে উদয়পুর প্রথম ইনিংসে ২৩৬ রান সংগ্রহ করলে জবাবের কমলপুর দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে ১০৫ রান সংগ্রহ করেছিল। চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। আজ সোমবার তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে আরও ৯.৩ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে ৩৫ রান যোগ করতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত ১৪০ রানে ইনিংস শেষ করলে উদয়পুর ইনিংস সহ ৪৩ রানের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পায়। ব্যাটিংয়ে উদয়পুরের প্রসেনজিৎ চন্দ্র দে-র ৫৪ রান এবং সোমদেব শীল-এর ৫২ রান, কমলপুরের শুভজিৎ ধরের ৪৫ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে কমলপুরের শুভজিৎ ধর এক ইনিংসে ৪৪ রানের বিনিময়ে ৮ টি উইকেট দখল করলেও ব্যাটার্সদের ব্যর্থতায় তা কাজে আসেনি। উদয়পুরের রাজদীপ ঘোষ ১৬ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া সোমদেব শীলও তিনটি উইকেট পেয়েছে ১৮ রানের বিনিময়ে।

সুপার কাপ বার্সেলোনার

তখনও ঝড় ওঠেনি। ঘুমঘুম থমথমে ভাব। হঠাৎই আকাশ ফাটা ঝিলিক। ব্যস, খইয়ের মতো ফুটতে থাকল বৃষ্টি। সঙ্গে প্রবল ঝড় স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালের এল ক্লাসিকো অনেকটা এমনই ছিল। প্রথম আধঘণ্টা দেখে মনে হয়নি এমন ঝড় অপেক্ষা করছে। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে 'চিরশত্রু' রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখল বার্সেলোনা। ভারতীয় সময় মধ্যরাতে খেলা। যেভাবে ম্যাচ চলছিল, তাতে ঢুলুনি আসতে বাধ্য। কিন্তু কথায় আছে, সন্ধেবেলায় দীপ জ্বালানোর আগে সকালে সলতে পাকাতে হয়। ম্যাচের বয়স যখন ৩৬ মিনিট, বার্সেলোনার প্রথম প্রদীপ জ্বলে উঠল ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহার গোলে। কিন্তু তখনও যেন নাটক বাকি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোল হল তিনটি! ৪৭ মিনিটে (৪৫২) ডি বক্সে ঢুকে বার্সার দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে অনবদ্য গোল করে গেলেন ভিনসিয়াস জুনিয়র। সমতায় ফিরল রিয়াল। দু'মিনিট পরেই পেদ্রির পাস থেকে নিখুঁত গোল লেয়নডস্কির। এগিয়ে যায় বার্সা। তিন মিনিটের মধ্যে গঞ্জালো গার্সিয়ার গোলে আবারও সমতায় ফিরল 'লস ব্লাঙ্কোস'রা। একুশ শতকে এল ক্লাসিকোর ইতিহাসে প্রথমবার প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে তিন গোল দেখলেন ফুটবলপ্রেমীরা। পরতে পরতে চরিত্র বদলানো থ্রিলারের 'ইন্টারভালে' স্কোরলাইন রইল ২-২।প্রথমার্ধের শেষ লগ্নে যেভাবে উত্তেজনার পারদ চড়েছিল, দ্বিতীয়ার্ধে সেই ঝাঁজ কিছুটা হলেও উধাও। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে লড়াই জমে উঠলেও কোনও দলই গোলের দেখা পাচ্ছিল না। ৭১ মিনিটে ১০ গজ দূর থেকে ইয়ামালের শট বাঁচিয়ে দেন কোর্তোয়া। এর ঠিক এক মিনিট পরেই তৃতীয় গোলের দেখা পায় কাতালানরা। বলা চলে একক নৈপুণ্যে বার্সাকে এগিয়ে দেন রাফিনহা। বক্সের ভিতর স্লিপ করে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারের শট আসেন্সিওর পায়ে লেগে রিয়ালের জালে জড়িয়ে যায়। এই নিয়ে বার্সেলোনা হয়ে শেষ পাঁচ ম্যাচে ৭টি গোল পেলেন রাফিনহা।

শচীনের রেকর্ড ভাঙলেন কোহলি

রেকর্ড এবং বিরাট কোহলি যেন একে অপরের সমার্থক। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের একমাস পর ওয়ানডে'তে নেমেই ফের সুপারহিট কিং। নতুন বছরের শুরুতেই শচীনের রেকর্ড ভাঙলেন কোহলি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অনবদ্য ইনিংস খেলে বুঝিয়ে দিলেন 'ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট'। ৭ রানের জন্য সেঞ্চুরি পেলেন না বটে, তবে বরোদার ম্যাচের পর তাঁর নামের পাশে একাধিক নজির। লিটল মাস্টার শচীনকে ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ যেমন ছিল, তেমনই ছিল আরও নজির ভাঙার হাতছানি। সিরিজের প্রথম ওয়ানডে সেসব মাইলস্টোন ধাপে ধাপে পার করলেন। এই নিয়ে ৩০৯টি ওয়ানডে খেললেন কোহলি। অন্যদিকে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের হয়ে ৩০৮টি ওয়ানডে খেলেছেন। তবে এশিয়া ১১ ধরে সৌরভ ৩১১টি ম্যাচ খেলেছেন।

এদিন ২৫ রান করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ২৮ হাজার রান পূর্ণ করলেন তিনি। শচীন ৬৪৪ ইনিংস আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮ হাজার রানের মাইলস্টোন পেরিয়েছিলেন। কোহলি লিটল মাস্টারের থেকে ২০ ইনিংস কম খেলে ২৮ হাজারি ক্লাবে পৌঁছলেন। এখানেই শেষ নয়। ৪২ রান করে শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি কুমার সঙ্গকারাকে টপকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসাবে নজির গড়লেন কোহলি।

সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক রানশচীন তেণ্ডুলকর: ৩৪,৩৫৭বিরাট কোহলি: ২৮,০৬৮কুমার সঙ্গকারা: ২৮,০১৬রিকি পন্টিং: ২৭,৪৮৩মাহেলা জয়বর্ধনে: ২৫,৯৫৭নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে'তে সর্বাধিক রান করা ভারতীয় ক্রিকেটার কে? উত্তরটা শচীন। কিউয়িদের বিরুদ্ধে ৪১ ইনিংসে ১,৭৫০ রান করেছিলেন তিনি। গড় ৪৬.০৫। এর মধ্যে ৫টি সেঞ্চুরি এবং ৮টি হাফসেঞ্চুরি। রবিবার লিটল মাস্টারের নজির ৯৪ রান করলেই ছাপিয়ে যেতে পারতেন চেজমাস্টার। কিন্তু তিনি আউট হলেন ৯৩ রানে। কিউয়িদের বিপক্ষে ৩৪ ইনিংসে কোহলির এখন ১,৭৫০ রান। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শচীনকে স্পর্শ করলেন তিনি।নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান করা ভারতীয় ক্রিকেটাররাশচীন তেণ্ডুলকর: ১,৭৫০ রানবিরাট কোহলি: ১, ৭৫০ রানবীরেন্দ্র শেহওয়াগ: ১, ১৫৭ রানমহম্মদ আজহারউদ্দিন: ১,১১৮ রান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়: ১,০৭৯ রানউল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ানডেতে বিরাট করেছিলেন ৩০২ রান। গড় ১০০-র উপরে। তাছাড়াও ২০২৫ সালের ১৩ ইনিংসে মোট ৬৫১ রান করেছেন। গড় ৬৫.১০। যা একই ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক রানের নজির। এরপর বিজয় হাজারেতে প্রথম ম্যাচে ১৩১ রানের পর গুজরাটের বিরুদ্ধে ৬১ বলে ৭৭ রান করে যান বিরাট। একই ফর্ম বজায় থাকল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও।

ফের দুঃসংবাদ! পন্থের পর নিউজিল্যান্ড সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন তারকা অলরাউন্ডার

প্রথম ওয়ানডে চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই আঘাত এতটাই গুরুতর যে, গোটা সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন তারকা অলরাউন্ডার।

আবারও চোটের হানা ভারতীয় শিবিরে। নিউজিল্যান্ড সিরিজ শুরুর ঠিক আগে চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার এই উইকেটরক্ষক। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই চোটের কবলে টিম ইন্ডিয়ার আরও এক ক্রিকেটার। প্রথম ওয়ানডে চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। সেই আঘাত এতটাই গুরুতর যে, গোটা সিরিজ থেকেই ছিটকে যেতে হল তারকা অলরাউন্ডারকে।

বিবার বরোদার কোটাম্বি স্টেডিয়ামে ম্যাচ চলাকালীন চোট পেলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। পঞ্চম ওভারে বল করার সময় আচমকাই পিঠে টান লাগে তাঁর। ব্যথা এতটাই তীব্র ছিল যে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না। এমনকী পিঠ চেপে ধরে ঝুঁকেও পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন সাপোর্ট স্টাফ। নিউজিল্যান্ড ইনিংসের ২০তম ওভারের পর সুন্দরকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় নামেন পরিবর্ত ফিল্ডার।

জানা গিয়েছে, সাইড স্ট্রেনের কারণে গোটা সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ওয়াশি। ম্যাচের পর টিম অধিনায়ক শুভমান গিল বলেন, "ওর সাইড স্ট্রেন হয়েছে। শীঘ্রই স্ক্যান করা হবে।" যদিও সিরিজ থেকে সুন্দরের বাদ পড়ার প্রসঙ্গে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে তাঁর মতো ক্রিকেটারের চোট ভারতীয় দলের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে। ব্যাটে বলে দলের অন্যতম ভরসা জোগাতে পারেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এক মাসও বাকি নেই। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটেও তাঁর রেকর্ড যথেষ্ট ভালো। তাই স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগে ভারতীয় শিবির। প্রথম ওয়ানডে'তে ৫ ওভারে ২৭ রান দিয়েছেন। কোনও উইকেট পাননি তিনি। সুন্দর অবশ্য চোট উপেক্ষা করে পরে আট নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছিলে। যন্ত্রণা চেপে লড়াই করলেন তিনি। ৭ রানে অপরাজিতও থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক রানের জন্য যেভাবে কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল, তা চোখে দেখা যায় না।

উল্লেখ্য, শনিবার থ্রোডাউন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে অনুশীলন করছিলেন পন্থ। তাঁর ছোড়া বলে ব্যাটিং ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকাই একটি বল লাফিয়ে উঠে তাঁর কোমরের একটু উপরে সজোরে লাগে। যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখা যায় পন্থকে। সঙ্গে সঙ্গে হেডকোচ গৌতম গম্ভীর-সহ বাকি সাপোর্ট স্টাফ ছুটে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে পন্থ শুশ্রূষাও শুরু হয়। যদিও কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে স্টেডিয়ামের গ্রাউন্ড বি'র দিকে এগিয়ে যান তিনি। রাতের দিকেই জানা যায় পন্থের চোট বেশ গুরুতর। তিনি সিরিজ থেকে ছিটকে যেতে পারেন। সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়। বোর্ডের তরফে জানানো হয়, পন্থের এমআরআই স্ক্যানের রিপোর্ট বলছে, তাঁর পেশি ছিঁড়েছে। ফলে সিরিজে খেলা সম্ভব হবে না। এবার দোসর সুন্দরের চোট। আপাতত দলের মেডিক্যাল টিমের লক্ষ্য, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তাঁকে সুস্থ করে তোলা।

'দল আমাকে অলরাউন্ডার হিসাবে গড়ে তুলতে চায়', ম্যাচ জিতিয়ে বলছেন হর্ষিত

বিরাট কোহলির তৈরি করে দেওয়া মঞ্চে সেই হর্ষিত রানাই শেষবেলায় ক্যামিও দেখিয়ে ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। জয়ের পর নিজের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি।

দলে তাঁর অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কম প্রশ্ন ওঠেনি। বরোদায় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে'র আগে প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চালরা প্রশ্ন তুলেছিলেন। বিরাট কোহলির তৈরি করে দেওয়া মঞ্চে সেই হর্ষিত রানাই শেষবেলায় ক্যামিও দেখিয়ে ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। জয়ের পর নিজের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি।

বিরাট কোহলি ৯৩ রানে ফিরতেই যেন ভেঙে পড়ে ভারতীয় ব্যাটিং। তাঁর পরেই আউট রবীন্দ্র জাদেজা ও শ্রেয়স আইয়ার। সেই সময় ম্যাচ হারের আতঙ্ক চেপে বসে। কাইল জেমিসনের গতি ও বাউন্সের সঙ্গে ভারতকে সমস্যায় ফেলে জাকারি ফোকসের মিডিয়াম পেস। কেএল রাহুলকে বসিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীর কেন জাদেজাকে আগে পাঠালেন, সেটাও একটা প্রশ্ন। তবে অন্য একটা 'ফাটকা' খেটে গেল। ওয়াশিংটন সুন্দর আহত হওয়ায় হর্ষিত রানা ব্যাট করতে নামলেন সাতে।

সেখানে ২৩ বলে ২৯ রানের মহামূল্যবান ইনিংস খেলে গেলেন হর্ষিত।

হর্ষিত বলছেন, "টিম ম্যানেজমেন্ট আমাকে একজন অলরাউন্ডার হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। আমার কাজ হল এটা নিয়ে আরও পরিশ্রম করা। কতটা ভালো ব্যাটিং করছি, তা মূলত আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। সতীর্থরা আমার উপর আত্মবিশ্বাসী ছিল। যখন ব্যাট করতে নামি, সেটা আমাকে সাহায্য করেছে। রান করার ব্যাপারে মনোযোগ দিয়েছি। অবশেষে সাফল্য পেয়েছি।" তাঁর সংযোজন, "দল চায় আমি একজন অলরাউন্ডার হিসাবে আট নম্বরে ব্যাট করি। তাই নেটে বোলিংয়ের পাশাপাশি যতটা সম্ভব ব্যাটিংয়েও নজর দিই। ৭ নম্বরে নেমে ৩০-৪০টা রান করতে পারব, এই বিশ্বাসটুকু নিজের উপর রয়েছে। দলও বিশ্বাস করে, আমি তা করতে পারব। এই বিশ্বাসটাই দলের পরিবেশকে ভালো করে তোলার চাবিকাঠি। সিনিয়র থেকে তরুণরা সবাই যখন ইতিবাচক চিন্তা করে, তখন মাঠেও ভালো কিছু ঘটে।"

উল্লেখ্য, এমন অনবদ্য পারফরম্যান্সের পর হর্ষিতে মুগ্ধ প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ। সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'আত্মবিশ্বাস একজন পেসারের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা ও দেখিয়ে দিয়েছে। জোরে বল করার সঙ্গে সঙ্গে স্লোয়ার বলও করতে পারে হর্ষিত। একই সঙ্গে সুইং করানোরও ক্ষমতা রয়েছে। বাউন্সার দিতেও ভয় পায় না। এটা ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ভালো লক্ষণ।" হর্ষিতের প্রশংসা করেছেন ইরফান পাঠানও।

উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

কমলওয়েলথ স্পিকার ও প্রিসাইডিং অফিসার্স সম্মেলন ১৪ জানুয়ারি

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লী, ১২ জানুয়ারি ।। আগামী ১৪ থেকে ১৬ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে কমনওয়েলথ দেশগুলির স্পিকার ও প্রিসাইডিং অফিসার্সদের নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন।

আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা জানিয়েছেন, ওই কনফারেন্সে কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে সংসদীয় মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগত সহযোগিতার উপর আলোচনা করা হবে।

ওম বিড়লা জানান, এই তিন দিনের কনফারেন্সে মোট ৬৭ জন সংসদ সদস্য, যার মধ্যে ৬১ জন প্রেসাইডিং অফিসার অংশ নেবেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান এই কনফারেন্সে অংশ নেবে না। পাশাপাশি, বাংলাদেশও অংশ নেবে না কারণ সেখানে বর্তমানে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রয়েছে এবং স্পিকারের পদ শূন্য। যুক্তরাজ্য, কানাডা সহ অন্যান্য কমনওয়েলথ সদস্য দেশগুলির স্পিকার ও প্রেসাইডিং অফিসাররা কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে কিছু দেশের প্রতিনিধি নিজেদের অভ্যন্তরীণ কর্মসূচি, নির্বাচন এবং চলমান বাজেট অধিবেশনের কারণে উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় যৌথ অভিযানে পরিত্যক্ত স্থান থেকে ২৪০টি শাড়ি উদ্ধার

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ শাড়ি উদ্ধার হয়েছে। সোমবার এসআই রূপসাধন জামাতিয়া, ওসি এসআরপি ওপির নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল এবং ৬৯ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, খেদাবাড়ির জওয়ানদের সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে গৌরাঙ্গবাজার এলাকার বাগানটিলা সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত স্থান থেকে মোট ২৪০টি শাড়ি উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে উদ্ধারকৃত শাড়িগুলির কোনও বৈধ দাবিদারকে চিহ্নিত করা সম্ভব না হওয়ায়, প্রযোজ্য আইন মেনে বিএনএসএস-এর ১০৬ ধারায় সমস্ত শাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়া সাক্ষীদের উপস্থিতিতেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উদ্ধারকৃত সামগ্রীগুলি যথাযথভাবে তালিকাভুক্ত করে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সুরক্ষিত হেফাজতে রাখা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। এর সঙ্গে কারা জড়িত তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, শাড়িগুলি পাচারের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল।

প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামাজিক কাজও করছেন টিসিএস আধিকারিকগণ: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে এগিয়ে আসছেন টিসিএস আধিকারিকগণ। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকলের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আজ ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এডি নগরের ৩৯ নং ওয়ার্ডে আয়োজিত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এই ৩৯ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন সময়ে নানা কর্মকাণ্ড করা হয়েছে। আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের কর্মসূচি শুরু হয়েছে। স্বামীজির প্রতিটি কথা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, সামনের দিকে চলার পথে অনুপ্রাণিত করে। বিশেষ করে যুব সমাজকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি। ডাঃ সাহা বলেন, আজ এখানে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম একটা খুবই ভালো উদ্যোগ। তারাও মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদ সবসময় অনুভব করেন। বিপর্যয়ের সময়ে তারা প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন। যা খুবই প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়াও স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির করা সহ গরীব ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তারা। ব্লক, মহকুমা, জেলা ও রাজ্য স্তরে তারা মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। নিজেদের কাজ ছাড়াও অন্যদের জন্য তারা যে কাজ করছেন সেটা মানুষ দেখছেন। আর এটাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতিবারই কাজের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টা প্রমাণ করছেন তারা।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের সমস্যার সময়ে যখন কেউ এগিয়ে আসেন তিনিই সত্যিকারের বন্ধু, সমাজের বন্ধু। বিপদের সময় কেউ এগিয়ে আসলে সেটা সারা জীবন মানুষ মনে রাখে। আজ যারা এখানে শীতবস্ত্র পাবেন তারা কিন্তু উপস্থিত সকলের পাশাপাশি ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের এই উদ্যোগকে সারা জীবন মনে রাখবেন। আর এই সামাজিক উদ্যোগের ফলে অন্যান্য সংস্থা বা সংগঠনগুলিও উদ্বুদ্ধ হবে। শুধু সরকারের পক্ষে একা সবকিছু করা সম্ভব হয় না। তাই এধরণের সংস্থাগুলি মানবিক কাজে এগিয়ে এলে সরকারের পক্ষেও সুবিধা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ একটা উল্লেখযোগ্য দিনে সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়ে এধরণের মানবিক উদ্যোগে এগিয়ে আসার জন্য টিসিএস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। মানুষকে সাহায্য করার বিনিময়ে কি পাবো সেটা না ভেবে সহায়তার মানসিকতা নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। এতে আত্মতুষ্টি বোধ হবে। যেমন রক্তদান করলে মানুষের সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপন করা যায়। আমাদের মানুষকে নিয়েই চলতে হবে। কাউকে পর ভাবলে চলবে না। সবাইকে সবাইয়ের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এর মধ্য দিয়েই প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাসের ভাবনা ফলগ্রসু হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অসীম সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল কুমার দেব, পুর নিগমের কর্পোরেটর অলক রায় সহ অন্যান্যরা।

৩৯ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার, বাড়ির মালিক পলাতক

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি : গোপন খবরের ভিত্তিতে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৩৯ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। অভিযানের সময় বাড়ির মালিক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বর্তমানে সে পলাতক বলে জানান পুলিশ আধিকারিক।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বনিয়াচড়া এলাকার বাসিন্দা পবিত্র নম:র বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। তল্লাশিকালে ওই বাড়ি থেকে মোট ৩৯ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের সময় বাড়ির মালিক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বর্তমানে সে পলাতক রয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে এবং পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশি তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে।

খোয়াই-এ কৃষি বিভাগের ছয়টি নতুন প্রকল্প অনুমোদন: রতন লাল নাথ

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: রাজ্যের উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। একতাবদ্ধভাবে কাজ করা ছাড়া সবার জন্য সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব নয়। কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ খোয়াই জেলায় সনখলা বাজারে প্রাথমিক গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন রাজ্যের উন্নয়নের মূল ভিত্তি হলো কৃষি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একত্রে কৃষিকে শক্তিশালী করতে কাজ করছেন। ২০১৮ সালের আগে, আগের সরকার সাত বছরে ৭১টি কৃষি বাজার তৈরি করেছিল এবং ব্যয় করেছিল ২০.৬০ কোটি টাকা। আমাদের বর্তমান সরকারের সাত বছরে ২০১৮ থেকে ২০৪টি কৃষি বাজার স্থাপন করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৪৬১.৮৩ কোটি টাকা। খোয়াই জেলায় ২০১৮ সালের আগে ৮টি কৃষি বাজারের জন্য মাত্র ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, আমরা আমাদের সরকারের সময়ে ৪৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছি।

মন্ত্রী আরও জানান, কৃষি বাজার স্থাপনের ফলে চাষিরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মুল্য পাবেন। কৃষকদের সুবিধার্থে আমাদের কৃষি বাজারগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। বর্তমানে রাজ্যে ৫৫৪টি কৃষি বাজার রয়েছে, যার মধ্যে ২১টি

আমরা বাঙালী রাজ্য কার্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: আমরা বাঙালী রাজ্য কার্যালয়ের সামনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন টি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। আজকে স্বামীজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল, যূন্ম ও প্রচার সচিব দুলাল ঘোষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অশোক কুমার দাস, বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের সচিব বিপ্লব দাস এবং বাঙালী মহিলা সচিব কানন দাস। দলের সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। তাছাড়া দলের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন স্বামীজির প্রতিকৃতিতে।

স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা বাঙালী দলের সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল বলেন ১২ ই জানুয়ারি এক মহান মনীষীর জন্মদিন এবং আরেক মহান বিপ্লবী মাষ্টারদা সূর্য্যসেনের দধীচি দিবস। তিনি বলেন বিবেকানন্দ যেমন একজন সাধারণ সন্ন্যাসী ছিলেন না। তেমনি সূর্য্য সেন শুধু একজন শিক্ষক ছিলেন না। তিনি দেশকে স্বাধীন করার জন্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই অপরাধে মাষ্টারদা কে আজকের তারিখে ফাঁসি দেওয়া হয়। অপরদিকে বিবেকানন্দ ছিলেন একজন আধুনিক দার্শনিক, লেখক, সংগীতজ্ঞ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক। তিনি আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্মের যে মূল ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে দেখা যায় তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেল বন্ধনের মাধ্যমে সনাতন ধর্মকে ভ্রাতৃত্ববোধের ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মানুষের জয়গান গেয়েছেন। মানুষের মধ্যে যে ভেদাভেদ আছে তা দূর করার জন্য সকল মানুষ কে একসাথে নিয়ে চলার আহ্বান জানান। শুধু মন্দির মসজিদ গির্জা চার্চ গুলোতে গিয়ে প্রার্থনা করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের সন্তান পশুপাখি তৃণলতা সব কিছু। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন জীবের সেবার মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হবে। তাই তিনি বলেছেন, বহুরূপে সম্মুখে ছেড়ে কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রেম ও দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন সেই চিন্তাধারা নেতাজীর জীবনে গভীর রেখাপাত করে।তাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করে সকল মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করে এক আত্মনির্ভরশীল ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যদিও নেতাজী দেশীয় কায়েমী স্বার্থবাদী ধনীক গোষ্ঠী ও স্বার্থপর ক্ষমতা লোভী নেতৃত্বদের কারণে নেতাজী তথা স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেছে। তাই আমরা স্বাধীনতার আশি বছরের কাছাকাছি সময়ে এসেও জাতপাতের নোংরা খেলায় মত্ত হয়ে ক্ষুধার্ত মানুষের সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছিনা। আরেক দিকে শাসক গোষ্ঠীর মাথায় হাত বুলিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার মালিক হয়ে শোষণের মাত্রা আরো তীব্রতর করে তুলেছে দেশীয় বণিক গোষ্ঠী।অথচ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন হে ভারত ভুলিও না মুচি মেথর থেকে শুরু করে আরো পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তোমার ভাই বোন মা তাদের তুমি সমানতালে এগিয়ে নিয়ে গেলেই ভারত তথা দেশের কল্যাণ হবে।

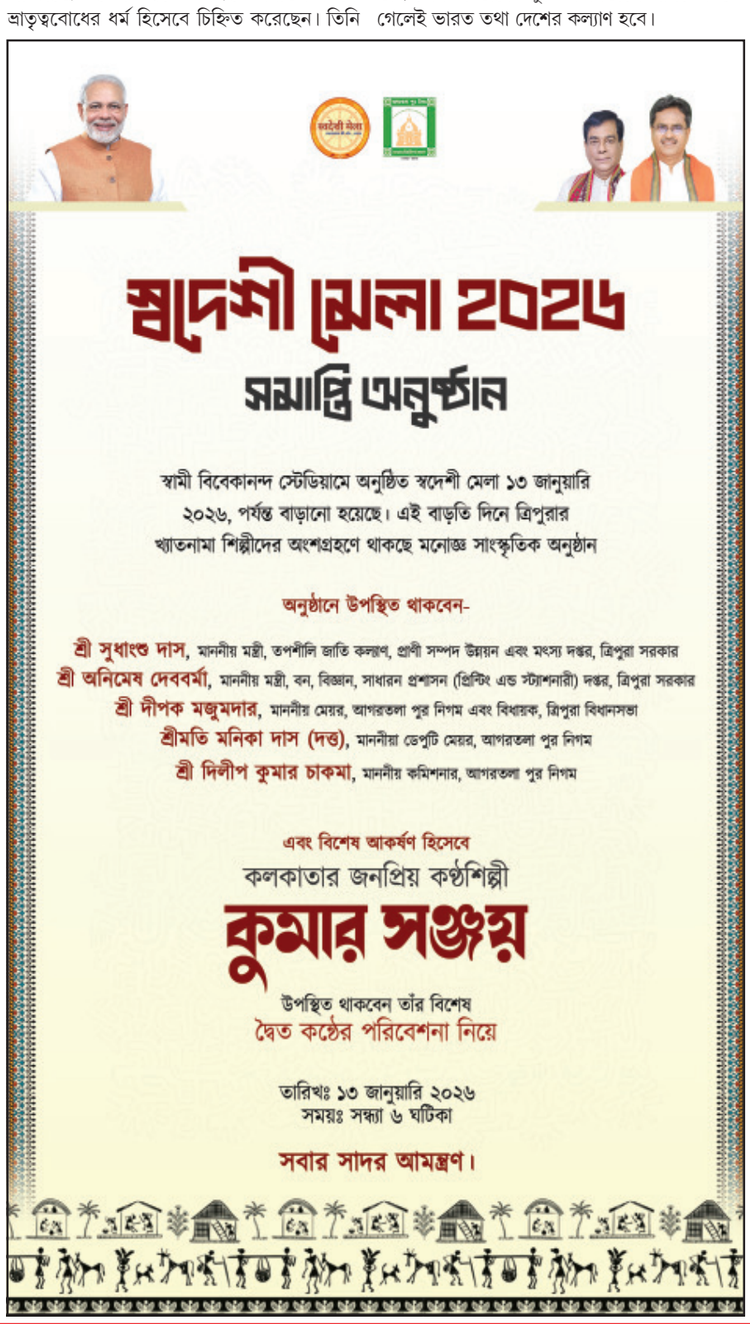

উইমেন্স কলেজে এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে ১২ই জানুয়ারি কলেজ প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন কলেজের মাননীয়া অধ্যক্ষা শর্বরী নাথ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি অধ্যাপিকা ড. নিবেদিতা ধর। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা ড. রত্নাবলী রায় সেনগুপ্ত। তিনি তাঁর বক্তব্যে স্বামী বিবেকানন্দ-এর জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন এবং স্বামীজীর বাণী ও আদর্শ বর্তমান সময়েও কতটা প্রাসঙ্গিক, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

এদিন টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি তাঁর বক্তব্যে আশা প্রকাশ করেন, যুব সমাজ স্বামীজীর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানবিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। অধ্যক্ষা শর্বরী নাথ ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য্য।

রাজধানীর শিশু উদ্যানে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: রাজধানীর শিশু উদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় যুব দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শুভকানন্দ মহারাজ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিরা পতাকা উত্তোলন ও মশাল জ্বালিয়ে কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন। পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বামী শুভকানন্দ মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দ

ধর্মনগরে পুলিশের ঝটিকা অভিযান: পূর্ব বাজারের অবৈধ মদের ঠেক থেকে বিপুল পরিমাণ মদসহ আটক মূল পান্ডা সন্তোষ দত্ত

ধর্মনগর, ১২ জানুয়ারি: মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহার 'নেশা-মুক্ত ত্রিপুরা' গড়ার আহ্বানকে সামনে রেখে এবার কড়া পদক্ষেপ নিল ধর্মনগর থানার পুলিশ। ধর্মনগর পূর্ব বাজার এলাকায় ঝটিকা অভিযান চালিয়ে অবৈধ মদের এক ঠেক থেকে বিপুল পরিমাণ বিলাতি মদ উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে আটক করা হয় মূল পান্ডা হিসেবে চিহ্নিত সন্তোষ দত্তকে। দীর্ঘদিন ধরেই উত্তর জেলার ধর্মনগর পূর্ব বাজার সংলগ্ন শনি মন্দির এলাকার আশপাশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অবৈধ মদের ঠেক নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ জমছিল। অভিযোগ ছিল, প্রকাশ্যে ভেজাল ও বিলাতি মদের রমরমা কারবার চললেও রহস্যজনক কারণে প্রশাসনের তৎপরতা চোখে পড়েনি। ফলে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছিলএটি কি পুলিশের ব্যর্থতা, নাকি জেনেও না দেখার ভান? অবশেষে জন অভিযোগ ও ক্ষোভের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিনা দেববর্মার নির্দেশে পরিচালিত এই অভিযানে সন্তোষ দত্তের দোকানে তল্লাশি চালিয়ে মদের মজুত উদ্ধার করা হয় এবং তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, এককালীন অভিযান নয়, নেশার বিরুদ্ধে নিয়মিত নজরদারিই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন সফল করতে হলে মাঠপর্যায়ের পুলিশকর্মীদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তারা। একই সঙ্গে কিছু অসাধু পুলিশ কর্মীর গাফিলতিতে যেন নেশাকারবারিরা ছাড় না পায়, সে বিষয়ে কড়া নজরদারির দাবি উঠেছে। বর্তমানে আটক সন্তোষ দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নেশার বিরুদ্ধে পুলিশের এই অভিযান আগামীদিনেও অব্যাহত থাকে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে সাধারণ মানুষ।

বিলোনীয়া সাহিত্য পরিষদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত, মলাট উন্মোচন হল নতুন বইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,বিলোনীয়া, ১২ জানুয়ারি: নিয়মিত সাহিত্যচর্চা আর সৃজনশীল চেতনার বিকাশের জন্য আপনাকে আসতেই হবে বিলোনীয়া সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত মাসিক সভায়। ১৯৭২ সাল থেকে হাতেগুনা কয়েকজন সাহিত্য প্রেমীদের কবিতা চর্চার মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া সাহিত্য পরিষদ আজ বটবৃক্ষের সমান উচ্চতায় দাঁড়িয়ে। শত ব্যস্ততার ফাঁকেও প্রতিমাসেই নিয়মিত বসে সাহিত্য পাঠের আসর। যারা আসবেন, বাধ্যতামূলক ভাবে পড়ে শোনাতেই হবে নিজের লেখা কোন না কোন সৃষ্টি। সেই প্রচেষ্টা থেকেই বিলোনীয়ায় জন্ম নিয়েছে অনেক কবি সাহিত্যিকদের। এদের অনেকেই আজ নিজের প্রতিভায় রাজ্যের সাহিত্য জগতে সমাদৃত। তাদেরই একজন নতুন প্রজন্মের কবি নীল মনি দাস। সাম্প্রতি নীহারিকা প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত কবির আলোচিত 'ভগবানও মুচকি হাসে' কাব্য সংকলনের সাফল্যের রেশ কাটতে না কাটতেই রবিবার বিকালে মলাট উন্মোচন হল নীলমনি দাসের অপর কবিতার বই 'উল্লাস'। এইদিন বিলোনীয়া জনগ্রন্থাগারের হল ঘরে বিলোনীয়া সাহিত্য পরিষদের মাসিক সভায় নতুন বইয়ের উদ্বোধন করেন পরিষদের বরিষ্ঠ সাহিত্যদের সম্মেলিত ফোরাম। ছিলেন পরিষদের সম্পাদক বিভূলাল চক্রবর্তী, প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক ও সাহিত্য প্রেমী হিরন্ময় মালাকার, গল্পকার ও সাহিত্যিক অজয় বৈদ্য, সহ অন্য বয়সজেষ্ঠ সাহিত্যক কবিরা। এই দিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের আরেক গুনী সাহিত্যিক- গল্পকার শোভা পালের দুটি বইয়েরও অনুষ্ঠানিক হস্তান্তর করা সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালাতে। প্রসংগত, গল্পকার শোভা পালের ব্যাক্তিগত জীবনের আনন্দ ,বেদনার মোড়কে কিছু অনুভূতি, ভালোলাগা শৈশবের স্মৃতি গুলি কবিতার অবয়বে রূপ নেওয়া একটি কবিতা সংকলন 'আমি চুপ করে থাকি ' এবং তার শিক্ষকতার জীবনের সময় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন স্মৃতির গল্প সংকল ' পথের দিশা'। এই বই দুটি গত ৫ ই জানুয়ারি ২০২৬ , আগরতলা বইমেলার মুক্ত মঞ্চে প্রকাশিত হয়। সব মিলিয়ে নতুন ও পুরাতন কবি সাহিত্যিকদের এই সাহিত্য চর্চা যাতে আগামীদিনে আরও বৃদ্ধি পায় সেই লক্ষ্যেই কাজ করবে বিলোনীয়া সাহিত্য পরিষদ, এমনটাই অভিমত ব্যক্ত করেন সকলে।

যথাযথ মর্যাদায় মাস্টারদা সূর্য সেনের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: মাস্টারদা সূর্য্য সেন ২২ মার্চ ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আজ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী। এই উপলক্ষে এআইএমএএস, এআইডিওয়াইও এবং এআইডিএসও-র উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় মাস্টারদা সূর্য্য সেনকে স্মরণ করা হয়। এদিন আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে মাস্টারদা সূর্য্য সেনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের সদস্যরা।

সূর্য কুমার সেন, যিনি মাস্টারদা নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন, তাঁর ডাকনাম ছিল 'কালু'। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বিপ্লবী নেতা। পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণকারী এই বাঙালি বিপ্লবী তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

লঙ্কামুড়া আলপনা গ্রামে তিনদিনব্যাপী পিঠেপুলি উৎসব শুরু মঙ্গলবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: আগামীকাল থেকে লঙ্কামুড়া আলপনা গ্রামে শুরু হতে চলেছে তিনদিনব্যাপী আলপনা ও পিঠেপুলি উৎসব। উৎসবকে ঘিরে যাবতীয় প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে, সংস্কার ভারতী ত্রিপুরা প্রান্তের সহযোগিতায় এ বছরও ১৩ই জানুয়ারি থেকে ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিদিন বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

উৎসবের প্রথম দিন, ১৩ই জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মন্ত্রী রতন লাল নাথ ও মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। উৎসবের সার্বিক প্রস্তুতি ও কর্মসূচি নিয়ে সোমবার লঙ্কামুড়া আলপনা গ্রামে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি জানান, ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ রান্নার স্বাদকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজকদের আশা, এবছরও বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর উপস্থিতিতে লঙ্কামুড়া আলপনা গ্রাম উৎসবমুখর হয়ে উঠবে।

শান্তিরবাজারে বানর হত্যা: অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বজরং দলের, বন দপ্তরের হস্তক্ষেপ

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: গতকাল শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ী এলাকার দেবদারু গ্রাম পঞ্চায়েত—১ অন্তর্গত একটি গ্রামে একটি বানরকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ সামনে আসে। ঘটনার খবর পেয়ে সনাতনী বজরং দল—এর যুবকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং গাছ থেকে বানরটির দেহ উদ্ধার করেন। অভিযোগ বানরটিকে হত্যা করে হাত বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়। খবর পেয়ে বন দপ্তরের আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে আসেন। পরে বন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে বানরটির সমাধিস্থ করা হয়। এই নৃশংস ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বজরং দলের সমর্থকরা।

এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমকে দক্ষিণ জেলার বজরং দলের প্রভারী শান্তনু দেবনাথ জানান, এ ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। তিনি অবিলম্বে দোষীদের শনাক্ত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান এবং বন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Print